সরমা

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

প্রযোজক —

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

নব নাট্যমন্দিরে

প্রথম অভিনয় — ১৫ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৩৪১

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী

১০৪ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

উৎসর্গ

মহাকবি কৃত্তিবাসের
পুণ্য-স্মৃতি উদ্দেশে
এই নাটক খানি
উৎসৃষ্ট হইল

গ্রন্থকার

নাটকীয় চরিত্র পরিচয়

পুরুষ

রাম, লক্ষ্মণ, মারুতি, সুগ্রীব, অঙ্গদ, সুষেণ, নল, রাবণ, বিভীষণ, কালনেমী, তরণী, শুক, সারণ, বিদ্যুৎজীহ্ব।

স্ত্রী

সীতা, মন্দোদরী, সরমা, ত্রিজটা।

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ

রাবণ	...	...	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
বিভীষণ	...	...	শ্রীশৈলেন চৌধুরী
তরণীসেন	...	...	শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়
কালনেমী	...	...	শ্রীশান্তশীল গোস্বামী
সারণ	...	...	শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায়
শুক	...	...	শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী
রাম	...	...	শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
লক্ষ্মণ	...	...	শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়
মারুতি	...	...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত
সুগ্রীব	...	...	শ্রীকাশীনাথ হালদার
অঙ্গদ	...	...	শ্রীসত্যেন্দ্র গোস্বামী
সুষেণ	...	...	শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
নল	...	...	শ্রীসুহাসচন্দ্র সরকার
সীতা	...	...	শ্রীমতী প্রভা
মন্দোদরী	...	...	শ্রীমতী কঙ্কা
সরমা	...	...	শ্রীমতী রাণীবালা
ত্রিজটা	...	...	শ্রীমতী রাধারাণী

সরমা

প্রথম দৃশ্য

রাবণের রাজসভা

দেবগণ, রাক্ষসগণ, চেড়ীগণ সভায় উপস্থিত। বেত্রবতী আসিয়া জানাইল রাবণ আসিতেছে। রাবণ সভায় আসিল।

বন্দনা

জয়তু রাজ-রাজন্ রাবণ রাজা!
জয়তু লঙ্কেশ্বর পৃথিবী-পতি মহীশ্বর—
ইন্দ্র চন্দ্র যমাগ্নি বরুণ শশাঙ্ক
স্তবতু চরণতলে রাজ-রাজন্ হে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে
জয় রাবণ রাজা।

[এই স্তুতিবাদ আজ রাবণের ভাল লাগিল না; রাবণের ইঙ্গিতে সকলে সভা ত্যাগ করিল]

রাবণ। মানবী! মানবী!
মানবীই যদি—
শিবের শিবানী তুচ্ছ—ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।
ত্রিলোক বিজয়ী আমি দুর্মদ রাবণ;
সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নারীরত্ন মোর।

সীতা—সীতা—সীতা যোগ্যা মোর,
ভোগ্যা মোর, আশা মোর—সাধ বাঁচিবার।
কে কাঁদে—কে কাঁদে—
রাবণ গর্জ্জনে বুঝি কাঁদে সমীরণ
কিম্বা কাঁদে বসুন্ধরা ;
না—না—কে কাঁদে—কে কাঁদে !
গত রজনীতে এই আর্ত্তনাদ
স্বপ্নে শুনে উঠেছিনু জেগে—
কে কাঁদে না পেয়ে সন্ধান
স্বপ্ন স্থির করেছিনু আমি ;
কিন্তু আজ ত নিদ্রিত নহি—
পুনরায়—পুনরায়—
না—না—সীতার ক্রন্দন নয়—
সীতা—সে ত অশোক কাননে,
তুচ্ছ ক'রি রাবণ পীড়ন নিঃশব্দে কাঁদিয়া যায় !
না—না—এ ক্রন্দন অতীব নিকটে—
আমার সম্মুখে যেন—পার্শ্বে মোর—
লুকায়ে পশ্চাতে যেন
কে কাঁদিয়া ফিরে, আমারে অতিষ্ঠ করে !

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দোদরী। আনন্দিত—মহারাজ, আমি আনন্দিত—
দেবতা বিজয়ী বীর দর্পী লঙ্কেশ্বর
ভীত, ত্রস্ত, আজ বিচলিত।

রাবণ। মিথ্যা কথা—

মন্দোদরী। আত্মপ্রবঞ্চনা করিওনা মহারাজ !
ভয়ে ভয়ে গিয়েছিলে পঞ্চবটী বন,
ভয়ে ভয়ে সীতা চুরি করেছিলে তুমি,
ভয়ে ভয়ে এনেছ লঙ্কায়,
ভয়ে ভয়ে খুঁজেছিলে নিরাপদ স্থান—
ভয়ে ভয়ে রাখিয়াছ অশোক কাননে !

রাবণ। ভুল মন্দোদরি।
ছদ্মবেশে গিয়েছিনু পঞ্চবটী বনে
তুচ্ছ নরে বুঝাইয়া দিতে
ত্রিভুবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মায়াধর আমি।
সামান্যা রমণী স্থর্পণখা :
মায়াজাল ভেদ করি তার
নাসিকা কর্ত্তন করি,
হীন নর গর্ব্ব ক'রেছিল।
তাই আমি
অতি ক্ষুদ্র অসম্ভব স্বর্ণ মৃগ গ'ড়ি
চক্ষের পালটে ছন্নছাড়া ক'রে দিছি সব ;
বুঝাইয়া দিছি—
তুচ্ছ নর ছার—মায়াযুদ্ধে সমকক্ষ কেহ নাই মোর।
ভয়ে নয় রাণী—
কেশে ধ'রে রথোপরে তুলেছি সীতায় ;
এইবার শক্তি মোর দেখিবে তাহারা।

মন্দোদরী। বীরত্ব কোথায়—রমণীর কেশ আকর্ষণে ?

রাবণ। জাননাক রাণী—

শত শত্রু বধ করি, চালায়েছি রথ।

মন্দোদরী। ভাগ্যবলে জয়ী হ'য়েছিলে,
কিন্তু পার নাই দাঁড়াতে সেথায়,
পার নাই বলিয়া আসিতে—
"ব্রহ্মচারী নহি আমি,
আমি রাজা—লঙ্কার রাবণ—
হ'রে নিয়ে যাই সীতা—
সাধ্য থাকে রক্ষা কর তারে।"

রাবণ। প্রয়োজন হয়নি তাহার—
সে কার্য্য ক'রেছে সীতা।
কেশে ধ'রে তুলেছিনু রথে,
হস্ত পদ মুখ বদ্ধ ক'রি পারিতাম ফেলিয়া রাখিতে—
করি নাই তাহা।
পঞ্চবটী হতে লঙ্কার প্রাসাদ
সারা পথ—
দেবতাকে, কখনও গন্ধর্ব্বে,
পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা—সকলে ডাকিয়া
এসেছে বলিয়া
লঙ্কার রাবণ তারে নিয়ে যায় হ'রে।
শুধু তাই নয়—
আভরণ সমস্ত দেহের—একটি একটি ক'রি
পথে পথে ছড়ায়ে এসেছে।
সাধ্য থাকে মানুষের
চেনা পথ ধরি আসিবে লঙ্কায়

কত বল দেখিবে আমার।

মন্দোদরী। না—না—কাজ নাই নাথ—পরিত্যাগ কর সীতা,
ফিরাইয়া দাও তারে মানুষের ঘরে।

রাবণ। অন্য কথা আছে কিছু রাণি!

মন্দোদরী। না—না—আর কিছু নাই,
পায়ে ধরি, পরিত্যাগ কর জানকীরে।
ভীত আমি—

রাবণ। ভীত তুমি! তাই বল—তাই বল,
জানকীর রূপে বুঝি ঝলসিয়া গেছে দুনয়ন!
ভীত তুমি—বুঝি বুঝিয়াছ
এইবার টলিয়াছে রাণীর আসন!

মন্দোদরী। বিদ্রূপ ক'রিছ মহারাজ!

রাবণ। বিদ্রূপ! না—না—
রাখি নাই অশোক কাননে সীতা
তপস্বিনী করিব বলিয়া।
সীমাবদ্ধ রূপ তব
ধ'রেছিল লঙ্কার প্রাসাদে,
অশোক কাননে বাস তাই তব হয়নি ক'রিতে।
দুকূল প্লাবিত করা আয়তন ভাঙ্গা
জানকীর রূপের তরঙ্গ
ধ'রিল না লঙ্কার প্রাসাদে,
তাই সীতা অশোক কাননে।
নূতন প্রাসাদ এবে হইবে নির্ম্মিত,
সিংহাসন, নূতন মুকুট;

আর রাণী মন্দোদরী—
রাণীর আসন তার সভয়ে ত্যজিয়া
নতচক্ষে রহিবে দাঁড়ায়ে
সেই সিংহাসন পাদপীঠতলে।

মন্দোদরী। এতটা সম্পদ যদি কখনও সম্ভব হয়
তবে তাহা ভাগ্য ব'লে মেনে নেব' তব.
শোন হে দর্পিত রাজা,
ময়-দানবের কন্যা—আমি মন্দোদরী.
নাহি হেন শক্তি তোমার বাহুতে,
এমন দেবতা কেহ সহায় তোমার
হানি কর সম্মান আমার!

রাবণ। হত্যা করি স্বহস্তে সীতায়
কণ্টক করিতে চাও দূর, ওরে মায়াবিনী!

মন্দোদরী। করিতাম তাই—
হত্যা ক'রি স্বহস্তে সীতায়
মুক্ত ক'রে দিতুম তাহারে
রাক্ষসের অত্যাচার হ'তে ;
নিঃস্ব করে দিতুম তোমায়।
কিন্তু হায়—নাহিক উপায়—
মৃত্যুবাণ জানকীর নাহি মোর কাছে।
মোর কাছে গচ্ছিত র'য়েছে
রাবণের মৃত্যুবাণ—

রাবণ। রাবণের মৃত্যুবাণ! কেন—কেন—ও কথা কেন ?

মন্দোদরী। যুগে যুগে নারীর বিপক্ষে—পুরুষের এই অত্যাচার

রুদ্র তেজে অবাধ গতিতে তার
পিষে দ'লে চ'লে যাবে ধরিত্রীর বুক—
এতটুকু পাবে না আঘাত।
না—না—না—শুন হে রাক্ষসরাজ!
ভুলে যাও আমি রাণী তব,
আমি শুধু নারী।
সীতার এ অপমান—আমার, আমার—
জগতের সমস্ত নারীর—
হ'ক দেবী—দানবী—মানবী।
রাণীর সকল গর্ব্ব, সকল সম্ভ্রম,
লঙ্কার সকল সুখ, সকল ঐশ্বর্য্য
করি পরিত্যাগ
মাত্র নারীত্বের দাবী নিয়ে
পথ রোধ করি দাঁড়ানু তোমার,
সাধ্য থাকে হও অগ্রসর;
মনে থাকে যেন—রাবণের মৃত্যুবাণ গচ্ছিত আমার।

রাবণ। যাও যাও—দাম্ভিকা রমণী
রাবণেরে দেখায়োনা ভয়।
নারীর নারীত্ব কিম্বা সতীত্ব জীবন
রাবণের হস্তে ক্রীড়ণক।
তাকে রাখা কিম্বা আছাড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলা
ইচ্ছা রাবণের শুধু,
রাবণের খেলা—রাবণের খেলা।

মন্দোদরী। উত্তম—উত্তম—

শোন তবে বিদ্রোহিনী আমি ;
প্রথম সে অভিযান মম
শোন তবে রাজা !
জানকীরে করিতে উদ্ধার—প্রাণ পণ মোর ।
আমি চাহি না কারেও—
একক—নিরস্ত্র—কিম্বা প্রয়োজন হ'লে
সশস্ত্র চলিব—মুক্তি দিব জানকীরে ।
এস—এস তুমি তোমার বাহিনী লয়ে,
দিগ্বিজয়ী সেনাপতি, পুত্র পৌত্র লয়ে
এস—এস—তুমি—
দেবদত্ত শেলপাট—দেবজয়ী ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া
গতিরোধ কর মোর—রাজা— [প্রস্থান]

রাবণ। যাও—যাও—প্রয়োজন নাই,
আমি চাই বিশ্রাম করিতে।
আবার—আবার—
সেই করুণ বিলাপ প্রলাপের মত
আমারে আচ্ছন্ন করে।
কে কাঁদে—কেন কাঁদে ?
রাবণেরে উত্ত্যক্ত করিতে ষড়যন্ত্র যেন করিয়াছে,
আমার বিশ্রাম সাথে বন্ধুত্ব পেতেছে ।
দুর্ব্বলতা—দুর্ব্বলতা—এ নহে ক্রন্দন ।
দুর্ব্বলতা নহেক দেহের—
দুর্ব্বলতা আমার মনের ।
কেন—কেন দুর্ব্বলতা !

কোথা জন্ম—কোথা বৃদ্ধি এর!
সী-তা-হ-র-ণ—
মন্দোদরী?—না—না—
সে আমারে কি করিবে দুর্ব্বল!
নারীত্বের দাবী তার আত্ম প্রবঞ্চনা,
আশঙ্কা ক'রেছে মন্দোদরী—
জানকীর রূপে তার হয় বা সমাধি!
তবে—তবে—
ওঃ—হ'য়েছে—পেয়েছি সন্ধান—
বিভীষণ—বিভীষণ—
ভাই মোর—জীবন আমার—
একত্রে শয়ন, একত্রে ভোজন, সিদ্ধিলাভ একত্রে মোদের,
সেই ভাই মোর—অন্তর আমার—
চিন্তিত ব্যথিত মৌনা—উদাস গম্ভীর।
না—না—আসিয়োনা বিভীষণ,
ইচ্ছা যদি—কাঁদ ভাই যেখানেতে আছ—
আসিয়ো না, আসিয়ো না রাবণের কাছে
ম্লান-মুখে নতদৃষ্টি ল'য়ে।

(বিভীষণের প্রবেশ)

কে—কে—বিভীষণ—বিভীষণ—
তুমি এলে—তুমি এলে—
এলে যদি কহ অন্য কথা—
সীতা-কথা নহে আর।

বিভীষণ। সীতার ভাবনা শেষ—

চিন্তি আমি তোমার কারণ।
সন্ত্রাসিত আমি--
ভবিষ্যৎ চিত্রপট হেরিয়া তোমার।

রাবণ। চিন্তা কিবা তার
বিভীষণ ভাই যার র'য়েছে সহায়।

বিভীষণ। আমি অসহায়!
রুদ্ধ করি শ্বাস—জ্যেষ্ঠ তুমি, তোমারে স্মরিয়া
আমার সকল শক্তি করিয়া সংগ্রহ
নিগ্রহ করিতে চাহি আপনারে;
স্থির হ'তে পারিনাক' ভাই।
জাগরণে, নিদ্রায়, স্বপনে—বিভীষিকা দেখি!
দেখি যেন, কে হাসে দাঁড়ায়ে—
অতি তীব্র অবজ্ঞার হাসি, উপহাস করে তোমা;
আর আমি পঙ্গুর মতন তোমারি সমক্ষে
দাঁড়াইয়া নির্বীর্য্য নিস্তেজ
কিছুই করিতে নারি।
ভাই—ভাই—
কেন ভোল সে দিনের কথা—
রাক্ষসের উগ্র তপস্যায় যেই দিন সমগ্র জগৎ
আলোকিত হ'য়ে উঠেছিল;
পদ্মাসন করি পরিত্যাগ যে দিন বিধাতা
মর্ত্ত্যের মাটিতে নামি
রাক্ষসের গলে
বিজয়ের মালা যত্নে দিলেন দুলায়ে—

ভুলিও না সেই দিন—
অহঙ্কারে ক্ষিপ্ত হয়ে সেই বিধাতারে—
সেই বরদাতা বিধাতারে
প্রতিদ্বন্দ্বী ক'র না ধীমান্।

রাবণ। জানি জানি—আমার স্মরণ আছে।
অমরত্ব দিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া
ব্রহ্মা যবে দাঁড়ালেন আসি,
আমি—আমিই তখন দেখাইয়া দিনু তোমা ;
অমর হইলে তুমি—
আর আমি—
আনন্দে ও গর্ব্বে চুমি শির
আশীর্ব্বাদ করিনু তোমায়।

বিভীষণ। তবে তবে—সেই স্নেহ শুকাইয়া যাবে কেন আজ!
দাও, দাও, স্নেহ দাও—
ভালবাস—বুকে লহ তেমন করিয়া।
সীতাকে ফিরায়ে দাও—
করহ আদেশ—

রাবণ। আদেশ আমার—অন্য কথা কহ বিভীষণ!

বিভীষণ। দেবতা! অন্য কথা নাহি আর,
বুক জুড়ে উঠিয়াছে শুধু হাহাকার।
শুধু ঐ কথা—সীতা—সীতা—সীতা,
ভাই ভাই—
শুধুই দেখেছ তুমি সীতা,
দেখ নাই নয়নের জল

ঝরে অবিরল গলিত বহ্নির মত ;
দেখ নাই ভাই—
তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে তার
থর থর কাঁপিতেছে অশোকের পাতা।
সামান্যা মানবী নয়—
সীতা লক্ষ্মী—
ভাই—ভাই—কি ক'রেছ,
কেশে ধরে টেনেছ লক্ষ্মীরে !

রাবণ। তবে শোন্ বিভীষণ—
শুধুই কর্কশ হস্তে করি নাই কেশ আকর্ষণ,
কেশে ধ'রে শূন্যে শূন্যে ঘুরায়েছি তারে।
ঘেরিয়াছি অশোক কানন,
নিযুক্ত ক'রেছি আমি সহস্র চেড়ীরে—
নির্য্যাতন নিপীড়ন করিতে লক্ষ্মীরে—
পলে পলে তিলে তিলে বধিতে সীতারে।
হের—হের বিভীষণ—হের কি সুন্দর,
বেত্রাঘাতে রক্ত ছোটে
ভেঙ্গে যায় মুষলের ঘায়
ফেটে যায় দেহ তার :
হের বিভীষণ—
ফেটে যেন পড়িতেছে রূপের ভাণ্ডার !

বিভীষণ। ওঃ—ওঃ—

রাবণ। হের বিভীষণ—হের ভগ্নী তব
কর্ত্তিতনাসিকা, হের সূর্পণখা—

দরবিগলিত ধারে
ঝরিতেছে শোণিত প্রবাহ ;
বিকট-বিভৎস-মূর্ত্তি— ।
মর্ম্মন্তুদ বেদনা তাহার, আর্ত্তনাদ তার
ম্লান দেয় রাক্ষস জাতিরে !
হের বিভীষণ, নহে সূর্পণখা—
তোমার জাতির এক দুর্ব্বলা রমণী,
সম্ভ্রম যাহার
পৌরুষ তোমার, কুলের মর্য্যাদা তব—
সেই নারী—
তুচ্ছ নর-করে নিপীড়িত, লুণ্ঠিত ধূলায়—
বক্ষে চিহ্ন তার
চিরস্থায়ী নর-পদাঘাত !

বিভীষণ। লজ্জা হয়, ঘৃণা হয়, কহিতে সঙ্কোচ জাগে—
স্বৈরিণী ভগিনী-সূর্পণখা
মায়াবিনী রূপ ধ'রে গিয়েছিল নিবেদিতে প্রেম
পরপুরুষের পায় ;
বিনিময়ে—প্রেমের উচিত মূল্য পেয়েছিল সে।
কিন্তু কি ক'রেছ তুমি মহারাজ !
প্রেম ভিক্ষা কর নাই তুমি ;
প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে
ধর নাই দৃঢ় করে ভুজবল্লী তার।
পিপাসিত, উপবাসী, ক্ষুধায় কাতর—
জল দাও, ফল দাও, খেতে দাও ব'লে

এলে তুমি অতিথির বেশে
কুটীর দুয়ারে!
আর—আর—সরল বিশ্বাসে যে তপশ্চারিণী
বুক ভরা বেদনায়—চোখ ভরা করুণায়
এসেছিল ছুটে আকুল হইয়া
ভিক্ষা-ঝুলি তব পূর্ণ ক'রে দিতে—
সেই করুণাময়ীকে
কেশে ধ'রে তুলিয়াছ রথে!
ভাই—ভাই—যা করেছ তুমি
জগৎ স্তম্ভিত তাহে—!
বুঝি ভিক্ষুককে আর কেহ ভিক্ষা নাহি দেবে,
ক্ষুধার্ত্তকে আর কেহ দেবে না আহার,
তৃষ্ণার্ত্ত আর জল নাহি পাবে,
অতিথির মুখ আর কেহ না দেখিবে।
না—না—না—
পিতৃপুরুষের বহু পূণ্য ফলে
ইহকাল করতলগত তব;
আজ মহাপাপে লিপ্ত হ'য়ে
পরকালে দিও না বিদায়।

রাবণ। ইহকাল পদতলে মোর,
নাচি আমি বুকে তার।
পরকাল—পরকাল—
রাবণের পরকাল!
বেদপাঠে রত ব্রহ্মা যাহার সভায়,

ইন্দ্র চন্দ্র যম কৃতাঞ্জলি ;
আদ্যাশক্তি কাত্যায়নী
শক্তিরূপা বাহুতে যাহার,
দেহরক্ষী ত্রিশূলী শঙ্কর,
খুঁজিতেছ তার পরকাল !
শেষ কথা শুন বিভীষণ,
রাবণের দর্প পরকাল।
সীতা ফিরে নাহি দিব,
ভুল যদি ভুলই রহিবে।
রাবণ যা' করে প্রত্যাহার করে না তাহার।
শুন আদেশ আমার কিম্বা অনুরোধ মম—
যদি তুমি অনুজ আমার,
এক মাতৃগর্ভে যদি করে থাক বাস,
এক রক্ত শিরায় শিরায়,
তবে—বাঁচি—মরি—
পার্শ্বে এসে দাঁড়াও আমার।
আমি যথা পরিত্যাগ করিব না সীতা,
তুমি ত্যাগ ক'র না আমায়।

বিভীষণ। নারায়ণ—নারায়ণ—রক্ষা কর নারায়ণ— (প্রস্থান)

রাবণ। যা রে ধর্ম্ম-ভীরু—যা রে দুর্ব্বল
সে ধর্ম্ম আমার নয়—নহে রাক্ষসের ;
ভীরু ক'রে দেয় যাহা অকর্ম্মণ্য করে।
এর চেয়ে অজ্ঞান বালক ভাল,
দেখিতে উল্লাস হয়

অগ্নিশিখা মাঝে কিম্বা সর্পমুখে
কৌতুকে ঠেলিয়া দেয় আপন অঙ্গুলি।

(তরণীর প্রবেশ)

তরণী। জ্যেঠতাত! জ্যেঠতাত! দেখা পেলে সীতা-মায়?

রাবণ। কেন কেন রে তরণি! সে কি ভাল নয়?
সে কি দুষ্ট বড়,
কহে কিরে কটু কথা তোরে?

তরণী। না—না—বড ভাল সীতা মা আমার;
মা আমারে করেন আদর,
বাবা মোরে খুব ভালবাসে,
তুমি মোরে আরও ভালবাস,
তিনজনে মিলি তরণীরে যত ভালবাস
তার চেয়ে ভালবাসে সীতা মা আমার।
রাগ তুমি করিও না জ্যেষ্ঠতাত!
খুব ভালবাস তুমিও আমারে।

রাবণ। হাসিতেছি আমি;
রাগ কোথা দেখিলি আমার?
বলরে তরণি—
সীতা আনিয়াছি আমি—করিয়াছি ভাল?

তরণী। খুব ভাল করিয়াছ জ্যেষ্ঠতাত!

রাবণ। খুব ভাল করিয়াছি!

তরণী। খুব ভাল করিয়াছ—বড় লক্ষ্মী সীতা মা আমার!

রাবণ। বল্ বল্ আর একবার বল্‌রে তরণি—
খুব ভাল করিয়াছি আমি।

তরণী। খুব ভাল করিয়াছ তুমি।
বল কোথা পেলে, কেমনে আনিলে ?

রাবণ। (চাপা স্বরে) চুরি ক'রে—চুরি ক'রে—
চুরি ক'রে—আনিতে হ'য়েছে।
রামচন্দ্র ঘরে ছিল এই পোষা পাখী—
সে কি দেয় তারা—
আমি তাই করিয়াছি চুরি।

তরণী। রামচন্দ্র, রামচন্দ্র, কাঁদে সীতা রামচন্দ্র ব'লি,
নিয়ে এস জ্যেষ্ঠতাত, রামচন্দ্রে।

রাবণ। বিভীষণ, পিতা তোর ছেড়ে দিতে বলে।

তরণী। না—না—আমি ছেড়ে নাহি দেব—আমি যেতে নাহি দেব।
তুমি শুধু নিয়ে এস রামচন্দ্রে,
মুছে দাও সীতা-মার নয়নের জল।
আমি জানি, মা জানকী কাঁদিবে না রামচন্দ্রে পেলে,
মিটে যাবে সব গণ্ডগোল।
তুমি জান জ্যেষ্ঠতাত! রামচন্দ্র রাজপুত্র।
দেখি নাই—শুনিলাম অপরূপ রূপ!
নব-দুর্ব্বাদলশ্যাম-রাম অতি মনোহর,
আজানুলম্বিত বাহু, রক্ত ওষ্ঠাধর,
ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশে শোভিত পদাম্বুজ,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ।
এনে দাও রামচন্দ্রে জ্যেষ্ঠতাত।
অশোক কানন মাঝে গ'ড়ে দাও
স্বর্ণের মন্দির,

রামসীতা করুন বসতি ;
অশোক কানন হ'ক পুণ্য পীঠস্থান।
জ্যেষ্ঠতাত! রঘুমণি বীরত্বের খনি!
কত কথা—কত যে কাহিনী, কহে সীতা-মাতা—
বিচিত্র—অদ্ভুত।
বিভোর হইয়া যাই শুনিতে শুনিতে—
অশোকের পাতা সব—কাণ পেতে শোনে।
আমি যাই জ্যেষ্ঠতাত, সীতা-মার কাছে
বল, তুমি শুনিবে না কারও কথা,
বল, তুমি সীতা-মারে ছেড়ে নাহি দেবে ?

রাবণ। না—না—পারি না ছাড়িতে— (তরণীর প্রস্থান)
বিভীষণ—বিভীষণ—
তোমারি বৃক্ষের ফুল—অতি শুভ্র, অতি নিরমল
শিরে মোর প'ড়েছে ঝরিয়া,
গন্ধে আজ আমোদিত প্রাণ।
বাণী আমি পাইয়াছি বিভীষণ—
সীতা ফিরে নাহি দিব।
পরকাল—পরকাল—
হ'য়েছে উত্তর—
লক্ষ্মী যদি সীতা—পরকাল মুষ্টিগত মোর,
যাবে কোথা—কেশে আমি ধ'রেছি তাহারে।

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভীষণ। শেষবার—শেষবার—
পায়ে ধরি—পায়ে ধরি—

হেলায়, শ্রদ্ধায় কিম্বা ক্রীড়ায় কৌতুকে
লক্ষ্মী বলি ক'রিয়াছ যদি সম্ভাষণ,
পায়ে ধরি—পায়ে ধরি
ক'রনাক মর্য্যাদা হরণ—
যেতে দাও—ফিরে দাও লক্ষ্মীরে তোমার।
আর যদি মুক্তি নাহি দিবে,
এখনও দুরাশা যদি ভুঞ্জিবে সীতারে—
তবে শোন বলি—কামুক লম্পট,
সাধু বেশ ক'রনা ধারণ আর—
ও জিহ্বায় ক'রনাক লক্ষ্মী নাম উচ্চারণ।
সোজা পথে চল
দগ্ধ হও—ভস্ম হও—সতী-স্ত্রীর আঁখির অনলে।

রাবণ। তবে লক্ষ্মী নয়।
সীতা লক্ষ্মী আর না বলিব।
পথ ছাড়্‌ বিভীষণ—
লক্ষ্মী নয়—মানবী—মানবী—
জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রূপসী মানবী—
আমার স্বপন-রাজ্যে আশা কুহকিনী,
মরুবক্ষ মাঝে মোর ভোগবতী ধারা।
পথ ছাড়্‌, পথ ছাড়্‌ বিভীষণ—
বহুক্ষণ দেখিনি সীতায়—
থাকি থাকি ক্ষণে ক্ষণে শুধু মনে হয়
ঐ বুঝি চলে যায় সীতা;
অতি মৃদু অতি মিষ্ট চরণ প্রহারে তার

ভেঙে দিয়ে চলে যায় আমার পঞ্জর।
পথ ছাড়্, পথ ছাড়্ বিভীষণ—
সীতা যদি যায়
অন্ধকার হ'য়ে যাবে সব।
পথ ছাড়্—পথ ছাড়্—
না—না—সীতা আর তোর
একত্রে লঙ্কায় স্থান হবে না কখনও।
পথ ছাড়্—পথ ছাড়্—
সীতা থাক—
তুই যারে—দূর হ'য়ে সম্মুখ হইতে। (পদাঘাত)
নির্ব্বাসিত তুই—
লঙ্কায় পাবিনা স্থান। (প্রস্থান)

বিভীষণ। ওঃ—পদাঘাত—নির্ব্বাসন— (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিভীষণের কক্ষ

বিভীষণ ও সরমা

বিভীষণ। নির্ব্বাসিত? কেন, কেন যাব—
জন্মগত অধিকার হ'তে
কে করে বঞ্চিত মোরে,
স্বর্গচ্যুত কে করে আমায়।
হোক্ জ্যেষ্ঠ—

জ্যেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ জন্মভূমি।
কেন যাব—কেন যাব—

সরমা। স্থির হও—শান্ত হও প্রভু!

বিভীষণ। কেন হব স্থির—
সরমা, সরমা—
ব্রহ্মা বরে আমি না অমর!
তবে কারে করি ডর,
কেন হেয় দাস হ'য়ে থাকি!

সরমা। পায়ে ধরি শান্ত হও প্রভু!
ধার্ম্মিক মহান্ তুমি—তুমি বিবেচক।
জ্যেষ্ঠের পদাঘাত—সেত আশীর্ব্বাদ।
স্বর্ণভূমি আজি লীলাভূমি জীবন্ত পাপের;
লঙ্কা হ'তে নির্ব্বাসন—সেত স্বর্গ নাথ!
যাতনায় কে না জ্বলিছে?
সারা রাজ্য ধূ—ধূ—জ্বলিতেছে,
জ্বলিছেন নিকষা জননী,
মন্দোদরী উন্মাদিনী হ'য়েছে জ্বালায়;
যাতনায় কেঁদে কেঁদে ফিরে রক্ষো-নারী।
আর ঐ চেয়ে দেখ নাথ অশোক কাননে—
যাতনা বিহ্বলা ঐ লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী
অশোকের তলে বসি
অশ্রুধারা ঢালে অবিরাম
ডুবাতে কনক লঙ্কা।
বল, বল প্রভু!

কতটুকু পেয়েছ যাতনা—
যে যাতনায় অহরহঃ জ্বলিছে জানকী,
এ যাতনা তুলনায় কতটুকু তার!

বিভীষণ। জানকী, জানকী,
জননী জানকী!
মাগো—মাগো,
পদাঘাতে যদি পাই এতই যাতনা,
কি যাতনা সহিছ মা তুমি!
সরমা! প্রকৃতিস্থ আমি।
হে জ্যেষ্ঠ, সুখে থাক,
আমি যাই তবে—
কিন্তু সরমা, সরমা—
জানকীর নয়নের জল
করিছে বিকল হৃদি।
রঘুমণি! রঘুমণি!
ভুলে কি গিয়েছ প্রভু,
হিরণ্যকশিপু-নাশী নরসিংহ তুমি!
জাগো, প্রভু জাগো—
হরধনুর্ভঙ্গ কালে জেগেছিলে যথা।
জাগো—জাগো ওগো ভৃগুরাম-দর্প-খর্ব্বকারী—
সেই ধনু পৃষ্ঠে তব এখনও লম্বিত,
বাণে ভরা এখনও সে তূণ,
আজানুলম্বিত বাহু এখনও সক্ষম।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, ওগো নারায়ণ—

মাত্র পাদস্পর্শে তব অহল্যা উদ্ধার,
শতছিদ্র কাষ্ঠতরী স্বর্ণ হ'য়ে গেল—
ওগো—ওগো প্রভু—
স্থির ব'সে তুমি,
একি শুধু ছলনা তোমার!
রঘুমণি—রঘুমণি—কমললোচন—
সরমা—সরমা—পাইয়াছি পথের সন্ধান।
আবর্ত্তের মধ্যে পড়ি, পারিনি বুঝিতে
কি কর্ত্তব্য মোর;
যাব আমি শ্রীরামের পাশে—
শরণ লইব পদে—সমর্পণ করিব আমারে।
যদি ভাগ্য ফেরে, যদি দেন চরণে আশ্রয়—
না—না—মুহূর্ত্ত বিলম্ব আর নয়;
যাই—আমি যাই—
ফিরে যদি আসি পুনঃ—আনিব শ্রীরামে। (যাইতে উদ্যত)

সরমা। তুমি যাবে—তুমি যাবে—

বিভীষণ। একি! একি! স্ফুরিত অধর
কাঁপে থরথর,
আঁখি করে ছল ছল,
আমারে বিকল করে।

সরমা। তুমি যাবে—তুমি যাবে—
ওগো ইষ্ট মোর, স্বর্গ মোর, দেবতা আমার—
ব'লে যাও কি করিব, কেমনে বাঁচিব—
ব'লে যাও নাথ—

কার কাছে রেখে গেলে তোমার সরমা।

বিভীষণ। লক্ষ্মী পদতলে দেবি,
ফেলে রেখে গেনু আমি মোর সরমারে
মা জানকীর চরণ ধূলায়।
ধৈর্য্য ধর দেবি —
কাঁদায়োনা মোরে।
তুমি যদি এস মোর সাথে—
সরমা, সরমা,
কে দেখিবে জানকীরে,
কে মুছাবে নয়নের জল,
জানকীর পাদপদ্ম কে ধোয়াবে বল ?
কে দিবে সিন্দূর বিন্দু
ললাটে লক্ষ্মীর ?

সরমা। তাই এস প্রভু
নিয়ে এস জানকীর নয়নের মণি—(প্রণাম)

বিভীষণ। তরণি! তরণি!
না—না—যাই, আমি যাই—

তরণী। (নেপথ্য হইতে) পিতা! পিতা!

(তরণীর প্রবেশ)

তরণী। কেন চোখে জল,
কি হ'য়েছে পিতা!

বিভীষণ। কি হ'য়েছে ? তরণিরে—
কেবা জানে কি হ'য়েছে, কি হবে আবার!
কাজ নাই জানিয়া তোমার।

কুমার আমার, শুধু শুনে রাখ
ভাগ্যহীন ভাগ্যবান জ্যেষ্ঠতাত তোর
লক্ষ্মীরে করেছে অপমান।
আর—আর—
কিছু নয়, কিছু নয়—তার কাছে কিছু নয়—
পদাঘাতে বিতাড়িত ক'রেছে আমায়.
নির্ব্বাসিত আমি।
না—না—কেঁদনা তরণী—খেদ নাহি কর বৎস!
যাই আমি
জীবনের সাধনা সাধিতে।
আয় বুকে আয়—
আর কি পাবরে দেখা—
হরি—হরি—হরি—জানেন শ্রীহরি—
কবে, কোনখানে—কি ভাবে কি বেশে
দেখা হবে পুনঃ পুত্র তোমায় আমায়!
শুন বৎস!
যতদিন রহিবে লঙ্কায়, রাবণের অন্ন খাবে,
ভুলনা তাঁহারে,
প্রাণ দিয়ে সেবা কোরো তাঁর
বাদী হ'তে পিতার তোমার—যদি কন তিনি
তাও হবে রহিল আদেশ।
পারিবে না?

তরণী। তোমার আদেশ! পিতা! পিতা!
তোমার আদেশ!

রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের তরে
একটী ইঙ্গিতে
বিমাতার অভিশাপ শিরে ধ'রি আশীর্ব্বাদ সম—
ফেলে রেখে ছত্রদণ্ড মাথার মুকুট—
রাজ্য ছেড়ে হন বনবাসী!
আর আমি আর আমি—(কাঁদিয়া ফেলিল)

বিভীষণ। তরণি! তরণি।
(তরণী কাঁদিতে কাঁদিতে বিভীষণের পায়ে হস্ত দিল)
রঘুমণি! রঘুমণি!
সরমা, তরণি—বল্—বল্—উচ্চকণ্ঠে বল্—
রঘুমণি—রঘুমণি, রাম রঘুমণি— [প্রস্থান।

সরমা গাহিল—

গীত

রঘুমণি, রঘুমণি।
জাগো অন্তরে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রঘুমণি।
জাগো দুখের আঁধারে পূর্ণচন্দ্র রাম রঘুমণি॥
তুমি হে দয়াল ভকতজনের
তুমি হে ভয়াল পাতকী মনের
তুমি সকল জনের বন্ধু, প্রেমধাম রঘুমণি।
সত্যের তুমি নর অবতার
চির আরাধ্য দেবতা আমার
তুমি ধর্ম্ম, অর্থ, তুমিই মোক্ষ রাম রঘুমণি॥

তৃতীয় দৃশ্য

অশোক কানন

চেড়ীগণ পরিবেষ্টিতা সীতা

সীতা। মারো—মারো—আরও তীব্র কর কষাঘাত!
অশ্রু আর নাহি মোর চ'খে ;
অন্তরের আলোড়ন এ যম যন্ত্রণা
ভুলি শুধু তোদের পীড়নে।
মারো—মারো—আরও তীব্র কর কষাঘাত,
অন্তরের সব কোলাহল আচ্ছন্ন করিয়া দেরে মোর।

(ত্রিজটার প্রবেশ)

ত্রিজটা। ওরে শোন্ শোন্, মারিস তখন
শুনে যা এক মজার স্বপন
দেখেছি আজ দিনের বেলায়।

চেড়ীগণ। বল বল শুনি, কখনও শুনিনি—

ত্রিজটা। রক্তবস্ত্র পরিধানা—কালো হেন বুড়ী
রাবণেরে পাড়ে তার গলে দিয়ে দড়ি।

চেড়ীগণ। ওগো বল কিগো, ওগো হবে কিগো—

ত্রিজটা। দেয় কুম্ভকর্ণের মুখেতে কালি চূণ,
লঙ্কা দাহ করে আবার—রাক্ষসেরা খুন।
আরও আছে, আরও আছে
শুন্‌বি যদি ছুটে আয় আমার কাছে। [প্রস্থান

চেড়ীগণ। ওগো বল কিগো, ওগো হবে কিগো— [সকলের প্রস্থান ।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দোদরী। মুক্ত তুমি দেবি!
প্রদক্ষিণ করি লঙ্কা
উঠিবে এখনি রথে বিভীষণ,
ত্যজি লঙ্কা চলে যাবে ফিরিবেনা আর।
ছিল বিভীষণ, ছিল কিছু ভরসা আমার
বিদ্রোহ করিনি তাই ;
কিন্তু আর নয়
নিরাপদ নহে লঙ্কা।
এস দেবি, রথ আমি সাজায়ে রেখেছি।
ভয় নাই
রাবণের কোন শক্তি রোধিতে নারিবে।
এস দেবি—মুক্ত তুমি—

সীতা। মুক্ত আমি—মুক্ত আমি—
মহারাণী মন্দোদরী, কি শুনালে আজ!
মুক্ত আমি!
দুঃখ নিশি অবসান মোর,
সীমাহীন অফুরন্ত যাতনার শেষ!
সত্য কি এ হে করুণাময়ি, করুণা তোমার ?
কিম্বা আয় রাবণ সঙ্গিনী,
নবছন্দ নবরূপ দিতে যাতনায়
এলে রণ-রঙ্গিনীর বেশে!

মন্দোদরী। শপথ তোমার সতি,
মুক্ত তুমি—যথা মুক্ত লঙ্কার আকাশ।

সীতা। কৃতজ্ঞ মহিষি!
বুঝিলাম—কাঁদি ব'লে করিলে করুণা।
তোমার এ সমবেদনায়
প্রাণ মোর কেঁদে উঠে নূতন করিয়া,
উথলিয়া পড়ে আঁখিজল!
কিন্তু রাণি—মুক্তির ত হয়নি সময়।

মন্দোদরী। অভিমান ক'রনা জানকী, ক্ষমা কর মোরে,
পার যদি ক্ষমা কর স্বামীরে আমার,
মুক্ত তুমি, এস দেবি—বিলম্ব ক'র না।

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। সাবধান মন্দোদরি! রাবণ জীবিত,
দশদিকে প্রসারিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার।
দর্পিতা রমণি,
বিদ্রোহিণী তুমি।
সাবধান, বাসস্থান হবে কারাগার।

মন্দোদরী। কে তুমি? রাক্ষসের রাজা! এসেছ? উত্তম।
ডরি না তোমারে আমি।
মম চক্ষে মৃত তুমি বহুদিন হ'তে;
যা দেখি সম্মুখে
সে তোমার চিতাগ্নির বৃথা আস্ফালন।
বিদ্রোহিণী নহি আমি, বিদ্রোহী তুমি, তুমি মহারাজ!
ন্যায়ের বিদ্রোহী—বিদ্রোহী ধর্ম্মের,
নারীদ্রোহী তুমি লঙ্কার রাবণ।
বিদ্রোহীর কারাগার করিতে নির্ম্মাণ

লঙ্কার সমস্ত নারী
বসিয়াছে উগ্র তপস্যায় ,
এস দেবি ! অশোক কানন-পারে
রথ আমি রেখেছি সাজায়ে ।
এস দেবি ! পরিত্যাগ কর এ শ্মশান !

রাবণ । শুনি বিদ্রোহিণী—
সে রথের সারথী কে শুনি ?
কে চালাবে রথ,
কে রক্ষী সীতার—রাবণের দৃঢ় হস্ত হ'তে ?

মন্দোদরী । আমি—আমি—সে রথ চালাব আমি ।
দেখিছ না বেশ—আলুলায়িত কেশ ;
শুনিয়াছ এতদিন কঙ্কণ ঝঙ্কার—
হের অজগর ধনু—দিব কি টঙ্কার ?
আমি—আমি—আমিই চালাব রথ,
যদি কেহ রোধে মোর পথ—
হের পৃষ্ঠে বাণ ভরা তূণ
দিব গুণ রণচণ্ডী বলি ।
আমি—মহারাজ—আমিই চালাব রথ,
আমি রক্ষা করিব সীতায় ।
স্বামী যদি বাধা হয় তায়—স্বামী-ঘাতী হব,
ছিন্নমস্তারূপে নাচিব বক্ষের পরে ।
রথ-চক্র তলে পড়ি পুত্রগণ মোর
চাহে যদি নিবারিতে মোরে
গতিরোধ হবে না রথের ;

দীর্ণ করি—চূর্ণ করি পুত্রের পঞ্জর
শুনা যাবে রথের ঘর্ঘর।

রাবণ। মন্দোদরি! মন্দোদরি!
পত্নী ব'লে নাহি ক্ষমা পাবে,
রাণী ব'লে মর্য্যাদা না দিব,
অন্ধকার কারাগৃহে নিক্ষেপ করিয়া
সীতা সাথে তিলে তিলে তোমারে বধিব!

সীতা। ধীরে—ধীরে—উন্মত্ত রাবণ;
বহু দৃশ্য হেরিয়াছে সভয়ে জানকী
এ দৃশ্যের নাহি প্রয়োজন।
রক্ষোরাজ! দন্ত চাপি দেখাও ভ্রূকুটী
প্রাণে কিন্তু শিহরিত তুমি।
নাহি ভয়—
যাও রাণি—নমস্কার তোমার দয়ায়।
মুক্তি? মুক্তি আমি নাহি ল'ব।

মন্দোদরী। না—না—প্রত্যাখ্যান ক'রনা আমারে;
রাণী নহি আমি, আমি শুধু নারী।
নারী হয়ে নারী গর্ব্বে ক'রনা আঘাত,
মুক্তি লহ দেবি—

সীতা। হে করুণাময়ি!
তুমি দিবে মুক্তি মোরে?
নিমিকুলে জন্ম মোর, সূর্য্যবংশ বধূ—
বন্দী আমি দশ মাস রাক্ষসের ঘরে!
যদি ত্রাণকর্ত্তা স্বামী মোর এতই দুর্ব্বল,

কে রক্ষিবে মোরে রাণি!
আমি যাব—
পাছে পাছে রক্ত নেত্র যাবে রাবণের,
ওই হস্ত প্রসারিত হবে।
বিধি যদি হয় বাম
পুনঃ এই মত কেশে ধরি মোর
আছাড়িবে ভূতল উপরে।

মন্দোদরী। ভবিষ্যত র'ক ভবিষ্যতে—
বর্ত্তমানে অবহেলা ক'রনা জানকি—
আত্মরক্ষা কর—নরক যন্ত্রণা হ'তে

সীতা। কোথায় যন্ত্রণা? চ'খে জল!
জাননা—জাননা রাণি—কেন কাঁদি আমি।
কাঁদি আমি শুধু এই দুঃখে
রামের ঘরণী আমি—শিখিনি সংযম।
কাঁদি আমি, স্মরি সেই কাতর নয়ন
পুত্রাধিক লক্ষ্মণের মোর;
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি যে ক'রেছে ধ্যান
শুধু সীতার চরণ—
সেই লক্ষ্মণেরে কহিয়াছি অসংযত বাণী!
রাণি—রাণি—প্রয়োজন—প্রয়োজন—
বড় সুখে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি আমি।
রাবণের অত্যাচার, চেড়ী বেত্রাঘাত
কুঙ্কুম চন্দন মত অঙ্গ পরশর।
কোথায় যন্ত্রণা রাণি—

কে দিবে যন্ত্রণা ?
যাতনায় জন্ম মোর—
সুকোমল মাতৃগর্ভে জন্মেনি জানকী,
কঠিন কর্কর-ভূমে—তপ্ত বালুকায়—
জনম তাহার-
হলের চালনে দ্বিধা হ'ল ধরিত্রীর হৃদি—
জন্ম হ'ল জানকীর শুধু যাতনায় !
তারপর—তারপর—
অযোধ্যার সিংহাসন,
পঞ্চবটী বন—আর এই অশোক কানন।
রাণি--রাণি—ফিরে যাও ঘরে
মুক্তি আমি নাহি লব।
হরধনুভঙ্গ হ'ল ভুজ-বীর্য্যে যাঁর,
একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয়কারী-ধরণীর,
কালান্তক কুঠারী সে পরশুরামের,
স্বর্গপথ রুদ্ধ হ'ল প্রতাপে যাঁহার
সেই আমি রামের বনিতা—
হাত পেতে ভিক্ষা মেগে মুক্তি লবে রামের রমণী ?

মন্দোদরী। দেবি ! দেবি !

সীতা। সাক্ষী তুমি দেবতা-দানব-ত্রাস লঙ্কার রাবণ,
সাক্ষী তুমি রাণী মন্দোদরি—
করি আমি পণ—আমি মুক্তি লব সেই দিন—
যেই দিন—যেই দিন সুবর্ণ লঙ্কায়
ডঙ্কায় ডঙ্কায় উঠিবে বাজিয়া রাম নাম।

যেই দিন বেষ্টিত সাগরজল—করি কোলাহল
রক্ত হ'য়ে উছলিয়া পড়িবে লঙ্কায়—
সেই দিন—সেই দিন—মুক্তি লবে সীতা।

মন্দোদরী। শান্ত হও—শান্ত হও দেবি!

সীতা। যে দিন রামের শরে—সাগরে অম্বরে
হবে একাকার,
বজ্রাঘাতে অগ্ন্যুৎপাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া
স্বর্ণ লঙ্কা ভস্ম হ'য়ে যাবে—
সেই দিন—সেই দিন মুক্তি লব আমি!

মন্দোদরী। সীতা—সীতা—শান্ত হও—শান্ত হও—

সীতা। বাণে বাণে আচ্ছন্ন গগন,
বধির শ্রবণ—
রক্ত কর্দমেতে ডুবে যাবে লঙ্কার দেউল;
রাবণের দশমুণ্ড
ছিন্ন হয়ে দশদিকে পড়িবে খসিয়া—
রক্তমাখা ওই তীব্র আঁখি
তীক্ষ্ণ নখে টানিয়া ছিঁড়িয়া
গৃধিনী শকুনি খাবে আনন্দে চুষিয়া—
ছিন্নশির কবন্ধ রাবণ—
লক্ষ লক্ষ মৃত পুত্র পৌত্র বক্ষ প'রে—
হাহাকার আছাড়ি পড়িবে—
সেই দিন—সেই দিন—মুক্তি লব আমি।
রাণি! তার আগে নয়।

[প্রস্থান।

রাবণ। হাঃ হাঃ হাঃ—
নারী গর্ব্ব খর্ব্ব তব—পরাজিত তুমি,
বৃথা আজ আস্ফালন তার।
রাণী মন্দোদরি—
দেখিলে নারীর রূপ—নারীত্ব সীতার!
ঐ নারী—ঐ নারী—আমি চাই।

মন্দোদরী। হাঃ হাঃ হাঃ
ঐ নারী—তুমি চাও! হাঃ হাঃ হাঃ—

বিরাম

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্র তীর

পর্ণ কুটীর

দ্বারে লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণ। একি! ব্যোমপথে কিসের গর্জ্জন!
এ যে রথ একখান,
অতি দ্রুত নামে—নামিল মাটিতে:
কে আসে—কে আসে—
মহাবল, পরাক্রান্ত—দেখিতে ভীষণ—
আসে কি রাবণ!

(সতর্ক হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধরিল)

(বিভীষণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। কে তুমি—কে তুমি—তুমি কি রাবণ—

বিভীষণ। অপরূপ মূর্তি অনুপম!
তুমি কি—

লক্ষ্মণ। রাঘবের দাস আমি—অনুজ লক্ষ্মণ।
বল কে তুমি—কিবা প্রয়োজন?

বিভীষণ। ঠাকুর লক্ষ্মণ— (দ্রুত প্রণাম)
জীবন্ত ত্যাগের মূর্তি জাগ্রত প্রহরী,
ছায়া মোর ইষ্ট দেবতার।
ভাগ্যহীন আমি দেব!
রাবণের দাস আমি কহিতে না পারি—
শুধুই অনুজ আমি।
শ্রীরামের পাদপদ্মে লভিতে শরণ
আসিয়াছি প্রভু!

লক্ষ্মণ। রাবণ অনুজ আসে রাবণে ছাড়িয়া—
শত্রু পদতলে সুখে লইতে আশ্রয়!
ভাই আসে ভায়েরে ছাড়িয়া—!
অসম্ভব—অসম্ভব—নহ তুমি বিভীষণ
ভ্রাতা রাবণের।
মারীচ—মারীচ—পুনরায় আসিয়াছে দ্বিতীয় মারীচ।
মারুতি, মারুতি—ছুটে এস—দেখ কেবা আসে
রাবণ প্রেরিত কোন মায়াবী দুর্জ্জন
বুঝি পুনঃ ঘটায় জঞ্জাল।

(মারুতির প্রবেশ)

মারুতি। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—ঠাকুর লক্ষ্মণ,
এই বিভীষণ।
কুশল ? মা জানকী আছে'ন কুশলে ?

বিভীষণ। কোন রূপে আছেন বাঁচিয়া।
আমার কুশল ?
পদাঘাতে বিতাড়িত ক'রেছে রাবণ,
নির্ব্বাসিত আমি জন্মভূমি হ'তে।

মারুতি। পদাঘাত ! নির্ব্বাসন !

বিভীষণ। বড় ব্যথা—কাঁদিছে অন্তর—
হে মারুতি—ধর হাত, নিয়ে চল মোরে
প্রাণারাম যথায় শ্রীরাম,
ব্যথাহারী চরণ কমলে
উজাড় করিয়া দিই সর্ব্ব বেদনায়।

মারুতি। প্রভু ! আজি ভাগ্যোদয়—
বিভীষণ সহায় মোদের দেখাইবে পথ।
করিগো শপথ
লঙ্কা ধ্বংস করিব অচিরে।
চল প্রভু নিয়ে চল শ্রীরামের কাছে।

লক্ষ্মণ। মায়াধর যদি তুমি নহ নিশাচর,
সত্য যদি তুমি বিভীষণ—রাবণ অনুজ,
তবে তুমি অতি ভয়ঙ্কর—
রাবণ হইতে তুমি আরও ভীষণ।

বিভীষণ। বল কিবা অপরাধ?

লক্ষ্মণ। কিবা অপরাধ?

রাবণ হ'রেছে সীতা—হ'ক মহাপাপ,

তবু দণ্ডে রক্ষা করে সেই দর্প তার!

আর তুমি সহোদর তার—

ক্ষিপ্ত হয়ে জ্যেষ্ঠ পদাঘাতে,

কুক্কুরের মত—

আসিয়াছ শত্রু পদ করিতে লেহন!

ভ্রাতৃদ্রোহী শুধু নস্ তুই—

লঙ্কাদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী তুই।

না—না—বুঝিয়াছি এতক্ষণে—

তুই হীন কুট—তুই রাজ্য লোভী

দুর্ব্বল অক্ষম—

শত্রুর সাহায্য চাস্ —বধিবারে সহো৷

চাস্ রাজ্য—চাস্ সিংহাসন।

বিভীষণ। হাসি পায়—শুনে কথা ঠাকুর লক্ষ্মণ!

রাজ্যহারা, পথহারা, সব্বহারা যারা—

রাজ্য চা'ব তাহাদের কাছে?

জাননা জাননা তুমি ঠাকুর লক্ষ্মণ,

মোহে আজ সব বিস্মরণ!

ব্রহ্মা বরে সর্ব্ব যুগ বিদিত আমার;

কে আমি জানি—জানি আমি কে সে রাবণ—

কে তুমি—কেবা সেই সুনীল নয়ন!

প্রতি পদ বিক্ষেপে যাঁহার

কোটী রাজ্য ফুটে উঠে কুসুমের মত,
অঙ্গুলি চাপনে শত রাজ্য মিশে যায়
বুদ্‌বুদের প্রায় ;
যে চরণ কমল হইতে ছুটিয়া সৌরভ
গৌরব বাড়ায় ধরণীর—
যে আঘ্রাণ আঘ্রাণিতে, রাজা রাজ্য ছাড়ে,
যোগী ছাড়ে যোগ—
মোক্ষপদ পাদদেশে দাঁড়াইয়া আজ
দাঁড়াইয়া এই তীর্থধামে
তুচ্ছ রাজ্য ক'রব প্রার্থনা—কুড়াইব কাঁচ
ফেলে রেখে কষিত কাঞ্চন !

লক্ষ্মণ। যাও যাও—কোন কথা শুনিতে চাহিনা আর—
নিদ্রাচ্ছন্ন রঘুমণি—শান্তি ভঙ্গ ক'রনা রামের।
ঘরশত্রু, ভ্রাতৃদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী—
যাও—যাও—মহাপাপ তুমি—যাও—
ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে আমার—
যদি নাহি যাও
হের তূণ, তুলিলাম শর—করিব সংহার।

বিভীষণ। ফেল ধনু, ফেল শর—মিনতি আমার,
তব পরাজয় সহিতে নারিব।
তবে শুনহে লক্ষ্মণ—আমি অমর,
ব্রহ্মাবরে মৃত্যুঞ্জয়ী আমি—অবধ্য সবার।
সূর্য্যবংশধর,
শুনিয়াছি আশ্রিত রক্ষণ—ধর্ম্ম তোমাদের !

তবে জীবে এত ঘৃণা—কোথা হ'তে শিখিলে হে বীর।
শোন, আরও শোন, গর্ব্বিত লক্ষ্মণ,
কহিব অপ্রিয় কিছু—
ভাব মনে লক্ষ্মণের তুল্য ভাই নাহিক ধরায়।
গর্ব্ব তব—মহা ভ্রাতৃভক্ত তুমি!
রাজভোগ রাজসুখ ত্যজি
ত্যজি মাতা—ত্যজিয়া জায়ায়—ত্যজি সর্ব্বসুখ
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি বিনিদ্র রজনী—
কভু আগু—কভু পাছু—ঘুরিতেছ তুমি
ছায়া সম শ্রীরামের,
ভ্রাতৃদ্রোহী বিভীষণে তাই ঘৃণা কর।
কিন্তু আমি কহি—মহা ভ্রাতৃদ্রোহী তুমি!
ভ্রাতৃদ্রোহী বিভীষণ জন্মাবার আগে
ভ্রাতৃদ্রোহী জন্মেছে লক্ষ্মণ।
স্বর্ণমৃগ ছোটে—ছুটে যান ধনুধারী রাম
রেখে যান রক্ষী করি তোমারে সীতার।
বল ভ্রাতৃভক্ত, ক'রেছিলে আদেশ পালন?
তুচ্ছ হ'ল ভ্রাতার আদেশ—বড় হ'ল নিজ অভিমান,
দেখালে জগতে—
চরিত্রে তোমার কলঙ্কের ছায়াও সহে না।
শোন ভ্রাতৃদ্রোহী,
নিজ হাতে তুলে দেছ রাক্ষসের করে
নিজ কুল বধূ তব।
কি করিত সীতা—স্থানত্যাগ যদি না করিতে?

ভ্রাতৃদ্রোহী যদ্যপি না হ'তে
পারিত কি লক্ষ্মীরে ধরিতে কেশে
বাম অঙ্কে বসাইয়া তাঁরে
কলঙ্ক লেপিয়া দিতে রঘুরাজ কুলে।
সীতা গালি দিল তোমা লোভী কামী ব'লে
আর তুমি মহা অভিমানে
অবহেলি জ্যেষ্ঠের আদেশ চ'লে গেলে সতীরে ত্যজিয়া!
ভ্রাতৃদ্রোহী নহ তুমি?

(লক্ষ্মণ মাথা নীচু করিল)

না—না—না—ক্ষমা কর—হ'য়েছি উদ্ধত—
ক্ষমা কর—স্বীকার—স্বীকার—
তাই আমি, অনুমান যা ক'রেছ তুমি :
ভ্রাতৃদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, ঘরশত্রু আমি,
আসিয়াছি রাজ্য লোভে—
কিম্বা আমি মায়াবী রাক্ষস—রাবণ প্রেরিত,
বুকে মোর লুকায়িত ছুরি—দন্তে মোর তীব্র বিষ,
আসিয়াছি রাবণ কল্যাণে,
যেমন সুযোগ পাব—অমনি দংশিব।
তথাপি আশ্রয় চাই—
বল বল সূর্য্যবংশধর! দেবেনা আশ্রয়?

(কুটীর হইতে রামচন্দ্রের বাহিরে আগমন)

রাম। কে বলিবে? কে দিবেনা আশ্রয় তোমায়।
তোমারে মেলানি দিতে

আমি যে উদ্‌ভ্রান্তচিতে—সাগরের পারে
বহুক্ষণ ব'সে আছি তব প্রতীক্ষায়! (আলিঙ্গন)

বিভীষণ। প্রভু! প্রভু!

রাম। না—না—প্রভু নয়—প্রভু নয়,
চির পরিচিত—পুরাতন বন্ধু তুমি—
আমি সখা, মিত্র যে তোমার।
ধর্ম্ম তুমি ছিলে লঙ্কা ছেয়ে
তাইত পাইনি পথ—
পারি নাই হ'তে আগুসার,
তাইত সাগরে জল—অগাধ অতল,
হেরিয়াছি অকুল পাথার।
ত্যজিয়াছ লঙ্কাভূমি,
আমার হয়েছ তুমি,
চিন্তা নাহি আর—
সাগর—সাগর শুকায়ে গেছে
গিয়েছি ওপার!

বিভীষণ। ভক্তের বাড়াতে মান
একি কথা কহ তুমি বৈকুণ্ঠের পতি!
দীন আমি, দাস আমি
অধম তারণ তুমি—
লহ মম নতি।

পঞ্চম দৃশ্য

লঙ্কার অভ্যন্তর

বিরূপাক্ষ ও রাক্ষসগণ

গীত

ডমরু হরকর বাজে।

ত্রিশূল-ধর অঙ্গ ভস্ম-ভূষণ
ব্যালমাল গলে বিরাজিত।
পঞ্চবদন পিণাকধর শিব বৃষবাহন,
ভূতনাথ রৌপ্য কুণ্ডল শ্রবণে শোভে।
অনাদি পুরুষ অনন্ত অঘহর,
মঙ্গলময় শিব সনাতন শম্ভু,
শূলপাণি চন্দ্রশেখর বাঘাম্বর সাজে।
ত্রিপুর-বিজয়ী ত্রিলোক-নাথ,
শোভা অপরূপ গৌরী সাথ,
ভকতজন কহে প্রভু দয়াময়
পাপ তাপ অসীম হর হর।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাবণের কক্ষ

কালনেমী ও রাবণ

রাবণ। ফিরিল না বিভীষণ।
দিকে দিকে পাঠাইনু রথ
কোথা গেল নাহিক সন্ধান!
অভিমানে কোথায় লুকাল?

কালনেমী। উতলা হওনা ভাগিনেয়!

রাবণ। বুঝি নাই এতখানি বুক জুড়ে ছিল সে আমার।
যেথানে রাবণ—সেইখানে বিভীষণ,
তাই বুঝি মর্য্যাদা বুঝিনি।
বুঝিতে পারিনি আমি—
রাবণ সম্পূর্ণ নয় বিনা বিভীষণ।
পদাঘাত করিলাম কেন?
সহস্র উপায় ছিল নিবারিতে তারে
পদাঘাত করিলাম কেন!
পদাঘাত যদি করিলাম
নির্ব্বাসিত করি কেন?
পিপাসায় শুষ্ক তালু, ব্যথায় কাতর,
অনিদ্রায় অনশনে দুর্গম গহ্বরে কোন

ভাই মোর অদ্ধমৃত ধূলায় লুটায় !
ফিরে আয়—ফিরে আয় বিভীষণ,
এক বিন্দু অশ্রু যদি নাহি ঝরে তোর
অভাগা ভায়ের তরে—
ফিরে আয়—কাঁদিছে সরমা,
তরণী কাঁদিয়া ফিরে।
মাতুল—মাতুল—
সব চেয়ে বড় দুঃখ কি তা তুমি জান ?
প্রতিবাদ করিল না বিভীষণ।
আমার সমস্ত শক্তি, দর্প অহঙ্কার
চূর্ণ ক'রে দিয়ে গেল—
বিনা যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া গেল মোরে !

কালনেমী। তবে স্পষ্ট বলি—নহে তোষামোদ।
অস্ত্র ধরা, প্রতিবাদ রাবণ বিরুদ্ধে
শক্ত বড়—শক্তি যদি থাকিত তাহার
প্রতিবাদ বিভীষণ নিশ্চয় করিত।

রাবণ। রাবণের পার্শ্বে বিভীষণ—
বিভীষণ নাহি আজ
সেইস্থানে দাঁড়াইয়া তুমি—মাতুল—কালনেমি !
ব'ল না—ব'ল না— সাবধান—
শক্তি নাহি ছিল তার।
বিভীষণ ছিল শক্তিধর !
হাঁ—হাঁ, আমি শক্তিমান—শক্তি আছে মোর—
বিশ্ববিজয়িনী শক্তি

জানে ত্রিভুবন।
কিন্তু প্রভু সে আমার,
যেন রাজা মোর
আদেশ আমারে করে,
ক্ষিপ্ত করে—
ইচ্ছামত ছুটায় আমায়।
আর বিভীষণ—শক্তি ছিল পড়ি
চরণে তাহার—দাস তার।
গঙ্গাধর সম বিভীষণ
শক্তি-বেগ করিয়া ধারণ
অমর জগতে।।
বিভীষণ বক্ষ লক্ষ্য করি যেইক্ষণ
তুলেছিনু অভিশপ্ত বাম পদ মোর,
তুমি দেখনি মাতুল—
পদ নিম্নে মোর—থর থর করি
উঠিল ধরিত্রী কাঁপি।
সেই প্রচণ্ড আঘাত—
বিভীষণ বক্ষে নাহি পড়ি
ধরিত্রীর বক্ষে যদি পড়িত মাতুল—
নেমে যেত পাতালে পৃথিবী।
শক্তিধর ভাই মোর
পদাঘাতে মূর্চ্ছা যায় নাই।
রাবণের পদাঘাত বিভীষণ বুকে
কেমনে সম্ভব হ'ল

ভাবিতে ভাবিতে ভাই ধূলায় লুটাল।

কালনেমী। যাক কথা—তুমি রাজা, তর্ক নাহি সাজে।
কাতর হ'য়েছ বড—বুঝিবেনা—
কিন্তু এবে ভাব—রাম সৈন্য কেমনে সমুদ্র হ'ল পার!
পাঠাইলে শুক ও সারণে
ফিরিল না কেহ—
পাঠাইলে ভস্মলোচনেরে—সেও নাহি ফেরে।
অপেক্ষায় বসে থাকা নহে সমিচীন।
তুমি রাজা দশানন—
বিভীষণ নাই বলি—শত্রু আসি
তোমারে শাসায়ে যাবে
কিছুতেই সহ্য আমি করিব না তাহা।

রাবণ না—না—হইবে বাঁচিতে,
হৃত শক্তি হবে উদ্ধারিতে—
বাঁচি যদি—বাঁচিব রাবণ মত,
মরি যদি—
বুঝিবে সকলে—মরিল রাবণ।
কিন্তু কি করি—কি করি!
মাতুল—মাতুল—
শক্তিরে ক'রেছি কলুষিত
বিভীষণে করি পদাঘাত।
যত ভাবি—ছোট হ'য়ে যাই।
রাজ্য মোর, তপস্যা আমার—আমার সে দিগ্বিজয়
কছু যেন নয় মনে হয়! এও ঘটিল—

বিভীষণ বক্ষে রাবণের পদাঘাত!
এর পর আর কি ঘটিবে—
কি ঘটিতে পারে আর?

কালনেমী। এ সংসার ঘটনা বহুল—
বৈচিত্রের সীমা নাই তার—
হয়ত বা এখনি ঘটিতে পারে এমন ঘটনা,
যাহে তুমি ভাগিনেয়—রাজা দশানন—

রাবণ। ঘটাও মাতুল—সৃষ্টি কর—সৃষ্টি কর—
ডাক সেই ঘটনাকে—
অঙ্গ পরশনে যার—হিমাঙ্গ আমার
অগ্নি-গর্ভ হয়ে উথলিয়া উঠে—ধারায়—ধারায়—

(নেপথ্যে তরণী। জ্যেষ্ঠতাত! জ্যেষ্ঠতাত!)

রাবণ। সর্ব্বনাশ—তরণী—তরণী—কোথায় লুকাই!
বাধা দাও—হে মাতুল—বাধা দাও—
বলে দাও রাবণ এখানে নাই—
বাধা দাও—এখনি কাঁদিবে
অসাড় কাঁদিয়ে দেবে মোরে—

(তরণীর প্রবেশ)

তরণী। জ্যেষ্ঠতাত! জ্যেষ্ঠতাত! কি ক'রেছ তুমি?

রাবণ। অন্যায় ক'রেছি বৎস—করিয়াছি অবিচার,
ক্ষমা কর মোরে।
নিষ্ঠুর নির্ম্মম হ'য়ে বক্ষে তার করিয়াছি পদাঘাত—
কিন্তু তোরা কি করিলি—

তোরা তাকে বাধা কেন নাহি দিলি,
তোরা কেন ছেড়ে দিলি!

তরণী। আসিনি পিতার তরে,
আসিয়াছি—কাঁদিতে তোমার তরে—
রাজা হ'য়ে কি ক'রেছ তুমি!

রাবণ। তরণি—তরণি—

তরণী। তুমি যে বলিয়াছিলে—সোণার লঙ্কায় তব
আছে সব—
নাই সীতা আর রাম—লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তুমি যে বলিয়াছিলে
বলেতে গ্রহণ করা ধর্ম্ম রাক্ষসের—
কেশে ধ'রে তাই তুমি এনেছিলে সীতা।
তুমি যে বলিয়াছিলে জ্যেষ্ঠতাত!
গন্ধর্ব্ব কিন্নর হ'ক—হউক দেবতা
হ'ন লক্ষ্মী—হ'ন নারায়ণ—
দয়ার অতিথি হয়ে
রাক্ষস না বাঁচিবে কখনও!
তুমি যে বলিয়াছিলে—পোষা পাখী করিতে সীতার
লক্ষ্মীরে রাখিতে চিরদিন
রাখিয়াছি বন্দিনী করিয়া তায়;
নহে সে চঞ্চলা, চলে যায় কোথা কোন ছলে!
এতখানি ভুল—কেমনে বুঝালে মোরে!
যে শক্তিতে ত্রিভুবন ক'রেছিলে জয়
সেই বাহু দিয়ে—

রাজা হ'য়ে কেমনে হরিলে সীতা—
রাঘবের নারী—পর-নারী জ্যেষ্ঠতাত ! [প্রস্থান

রাবণ। এ—কি ঘটনা ঘটিল মাতুল !
চাহিলাম রক্ত আমি অঞ্জলি ভরিয়া
এল অশ্রু বিন্দু বিন্দু ঝরি !
চাহিলাম অশনি নির্ঘোষ,
রুদ্র রোষ তরঙ্গে তরঙ্গে,
চাহিলাম বিদ্রোহ ভ্রূকুটি—
এল শুধু অনুনয় অনুযোগ—বালকের করুণ ক্রন্দন !
চাহিলাম আমি সর্ব্বনাশ—

(শুকের প্রবেশ)

শুক। সর্ব্বনাশ ' মহারাজ ! হইয়াছে সর্ব্বনাশ—

রাবণ। হাঁ—হাঁ—আমি চাই সর্ব্বনাশ—বল বল শুক,
কত বড় সর্ব্বনাশ আনিয়াছ তুমি ?

শুক। ছোট মহারাজ দিয়েছেন যোগ
রাম লক্ষ্মণের সাথে—

রাবণ। বিভীষণ মিলিয়াছে
রাম লক্ষ্মণের সাথে !
উন্মাদ উন্মাদ—
মাতুল—মাতুল—বন্দী কর এখনি বাতুলে।

শুক। না—না—নহি আমি উন্মাদ রাজন,
তাঁরই চেষ্টায় সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'য়ে
রামচন্দ্র এসেছে লঙ্কায় ; তিনি নিজে
লঙ্কা পথে চালিছেন বানর কটক।

রাবণ। আরেরে অধম! (গলদেশ ধারণ)
করিয়াছ মনে—
এত অপদার্থ আমি এমন দুর্ব্বল
যে নগণ্য তোমার মত গুপ্তচর এক
উপহাস ক'রে যাবে মোরে!
বিভীষণ চালিতেছে বানর কটক!

কালনেমী। আ—হা—হা—কি কর ভাগিনের,
ছাড়—ছাড—শুনই না কি বলে।
বলি শুক—সঙ্গী তব সারণ কোথায়?
কি সংবাদ ভস্মলোচনের?

(সারণের প্রবেশ)

সারণ। সারণ মরেনি প্রভু,
বাঁচিয়াছে রামের দয়ায়।
মহারাজ। ছোট মহারাজ—না—না—
আপনার কুলাঙ্গার ভাই বিভীষণ
ভস্মলোচনেরে মারিয়াছে জীবন্ত পুড়ায়ে—
উঃ—উঃ—কি মরণ সে মহারাজ!
মনে করি আর—
সর্ব্বদেহ মোর শিহরিত হ'য়ে উঠে।
উঃ—উঃ—

রাবণ। (বিকৃতস্বরে) মাতুল—মাতুল—

কালনেমী। বল—বল হে সারণ—ভস্মলোচনেরে
কেমনে বিভীষণ
মারিয়াছে জীবন্ত পুড়ায়ে। বল বল—

সারণ। বাধা বিঘ্ন পার হ'য়ে সে ভস্মলোচন
পৌঁছেছিল—রাম লক্ষ্মণ সম্মুখে !
চক্ষু আবরণ খুলি
রাম লক্ষ্মণেরে চাহিয়া দেখিতে,
পুড়াইয়া মারিতে তাদের
একটি মুহূর্ত্ত আর—
মহারাজ—ঠিক এমনি সময়
কোথা হ'তে এল বিভীষণ—
ভস্মলোচনেরে নিমিষে চিনিল,
যুক্তি দিল ধনুকে দর্পণ বাণ জুড়িতে তখনি,
চক্ষের পলকে কোটী কোটী স্বচ্ছ দর্পণ—
সৈন্য, রথ, সকল শিবির হ'ল আচ্ছাদিত
কি কহিব মহারাজ,
চক্ষের বন্ধন খুলে বেচারা চাহিতে গেল—
দেখিল নিজের মুখ দর্পণে প্রথম।
আর কহিতে না পারি মহারাজ—
কি ভীষণ—কি সে মরণ—
ভস্মলোচনের পদ হতে মস্তক অবধি
ধু ধু করি উঠিল জ্বলিয়া—
আর সেই আগুনের বেড়াজালে পড়ি,
রক্ষা কর দশানন— রক্ষা কর মোরে—
আর্ত্তনাদে—জ্বলিয়া পুড়িয়া
ভস্ম হয়ে গেল বীর।

রাবণ। জ্বলে যায় - জ্বলে যায় বুক—

জ্বলে বহ্নি প্রতি লোম-কূপে,
বুঝি আমি নিজে ভস্ম হব—
বুঝি আমি হইব উন্মাদ—

সারণ। মহারাজ—এখনও সংবাদ আছে,
উচ্চারিতে ভয়—জাগে চিতে।

রাবণ আছে—এখনও আছে? বল—বল—
হা—হা—হা— আরও আমি চাই—
আরও আমি চাই।

সারণ। ভস্মলোচনের হস্ত হ'তে প্রাণ পেয়ে তখন শ্রীরাম
পুরস্কৃত করিয়াছে বিভীষণে।
আপনারে রাজ্যচ্যুত করি
লঙ্কা রাজ্যে বিভীষণে করিয়াছে অভিষেক।

রাবণ। এতদূর—এতদূর—এতদূর—
ভণ্ড বিভীষণ—
রাজা হবে সোণার লঙ্কার!
এতদূর—এতদূর—এতদূর—
ঘরশত্রু বিভীষণ,
জাতিদ্রোহী, লঙ্কাদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী, কুলাঙ্গার—
আমার সোণার লঙ্কা—
তুলে দিতে অপরের করে
শত্রুকে দেখাও পথ!
মাতৃভূমি পরপদে দলিত করিতে
আসিতেছ—সিংহাসনে বসিতে আমার!

কালনেমী। বুঝিলে কি ভাগিনেয়—এ সংসার ঘটনা বহুল—

বুঝিলে কি—ব'লেছিনু কতদিন আগে
অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—
তিরস্কার করিতে আমারে।

রাবণ। মাতুল—মাতুল—
কতদূরে—কতদূরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে ঘটনা
ধরিতে পারিনা আমি,
স্থান নাহি দিতে পারি বুকে!
রুদ্ধশ্বাস আমি—
কিন্তু তবু—আজ আমি সম্পূর্ণ রাবণ!
শক্তি সমারোহ আজ তড়িত প্রবাহে
এই দেহে ঢেউ খেলে যায়—
পারিনা দাঁড়াতে স্থির।
আজ পারি আমি
দাঁড়াইয়া পৃথিবীর বুকে
এই হাত দুটো দিয়ে
পৃথিবীকে উপাড়ি আনিতে:
এই নখে—এই নখে—
সমস্ত আকাশখানা পারি আমি
ছিঁড়িয়া আনিতে।
যাও হে মাতুল—কর আয়োজন—
বাজাও দুন্দুভি—
জাগাও মাতুল—
শিশু যুবা বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ;
শুনাও সকলে—ঘর শক্র কীর্ত্তি কথা।

জানাইয়া দাও সবে—
বিভীষণ জপমালা হ'তে
অজগর বাহির হ'য়েছে।
যাও হে মাতুল, দাঁড়ায়োনা আর—
ইন্দ্রজিতে প্রস্তুত হইতে বল—
সেনাপতি বজ্রদংষ্ট্রে, অকম্পনে—ডাক হে ধূম্রাক্ষে
ডাক পুত্রদের—
ত্রিশিরায়, দেবান্তকে, নরান্তকে—ডাক মহাপাশে—
এখনি আসিতে বল।
যাও—যাও—কুম্ভকর্ণে জাগাও এখনি।

কালনেমী। কি বলিছ ভাগিনেয়,
অকালে ভাঙ্গাব ঘুম বাবাজীবনের!

রাবণ। হাঁ—হাঁ—এর চেয়ে সকাল হবে না আর।
অমর যখন নয়—মরিতেই হবে।
ঘর শত্রু ভাই তার
বানর কটক চালে
যদি না দেখিতে পায়
জীবন মরণ তার বৃথা হ'য়ে যাবে।
যাও—যাও সবে—
না—না—দাঁড়াও—দাঁড়াও—
বলে দাও সবে—এ যুদ্ধ
নহে আর রাম লক্ষ্মণের সাথে,
নর বানরের সাথে নয়,
নহে যুদ্ধ খাদ্য ও খাদকে।

এ যুদ্ধ—রাবণে ও বিভীষণে
রাক্ষসে—রাক্ষসে—
ভায়ে ভায়ে— [রাবণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান
বড় ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে
অস্থি সন্ধি সব জানে—
শত্রু বড় হইবে প্রবল—
কোন দিকে দেব না বিশ্রাম ;
দশদিকে দশরূপে জ্বলিয়া উঠিতে হবে।
(উচ্চৈঃস্বরে) বিদ্যুৎজিহ্ব! বিদ্যুৎজিহ্ব!

(বিদ্যুৎজিহ্বের প্রবেশ)

বিদ্যুৎ। মহারাজ!

রাবণ। আসিয়াছ বিদ্যুৎজিহ্ব, মায়ার সাগর!
হাঃ হাঃ হাঃ—
ঘরশত্রু বিভীষণ,
উদ্ধার করিবে সীতা!
কর দেখি—
নেবে রাজ্য—নেবে সিংহাসন!
হাঃ হাঃ হাঃ—
বিদ্যুৎজিহ্ব! বিদ্যুৎজিহ্ব!
এস—এস—মায়ার সাগর—
এস—এস—
মায়াযুদ্ধ করিতে হইবে। [প্রস্থান

———

সপ্তম দৃশ্য

অশোক কানন

সীতা ও সরমা

সীতা। এ কি রণ, এ কি রণ, সরমা, সরমা!
এ কি রণ—
উদয়াস্ত অবিশ্রান্ত প্রলয় গর্জ্জন—
বধির শ্রবণ,
উদ্দাম সাগর জল—সৈন্য কোলাহল,
বজ্রপাত, সিংহনাদ, কার্ম্মুক টঙ্কার,
ধ্বনি পৃষ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলিয়া হুঙ্কার
হাহাকার মাটী হতে তুলেছে আকাশে!
বাণে বাণে ব্যাপ্ত নভঃস্থল—
লুপ্ত সূর্য্য, লুপ্ত চন্দ্র, লুপ্ত গ্রহতারা,
বজ্রে বজ্রে গাঢ় কালানল!
আজ যেন পৃথিবীর শেষ—
জীবনে মরণে টানাটানি!
দুঃখিনী ভগিনি মোর, কি হবে সরমা?
আমা হ'তে বুঝি হায় সর্ব্বনাশ হবে।

সরমা। চন্দ্র সূর্য্য নাহি হের, ইন্দু নিভাননি!
আমি দেখি কপালে তোমার
আলো দেয় সিঁথির সিঁদুরে।

গ্রহতারা নাহি দেখ দেবি,
আমি দেখি বলিয়া তাহারা
মণি-মাণিক্যের প্রজাপতি সম,
কুতুহলে হেসে দুলে চাঁচর কুন্তলে
প্রাণেশের আগমন জানায় তোমায়।
ইচ্ছাময়ি, কেন হও বিস্মরণ,
এ যে ইচ্ছা তব—তোমারি ত আয়োজন
মুক্তি সাথে মূল্য তুমি চেয়েছিলে সতি,
রাবণের তাই এত সাজ
মহামূল্যে দক্ষিণান্ত করিতে তোমায়।

(তূর্য্যধ্বনি)

সীতা। ওকি—একি—একি এ চীৎকার—
মর্ম্মন্তুদ হাহাকার, বুক ভাঙ্গা কার এ নিঃশ্বাস
ভেদ করি সমর কল্লোল,
তীব্র বেগে বক্ষ মাঝে বিঁধিল আমার।
সরমা, সরমা,
পুত্র শোকাতুরা বুঝি পড়িল আছাড়ি;
পতি-হীনা দিল মোরে তীব্র অভিশাপ!
না—না—সীতার ইচ্ছায় যদি—এ কাল সমর—
এনে দাও উত্তপ্ত গরল—
আকণ্ঠ ভরিয়া করি পান,
কাল-রণ হ'ক অবসান।

সরমা সে উপায় রাখনি ত দেবি,
জেগেছে সমগ্র বিশ্ব, বেঁধেছ এমন!

সঙ্কল্প তোমার—মাত্র তব আয়োজন—
এ ব্রতের উদ্‌যাপন নহেক তোমার ;
সানন্দে সাগ্রহে ধরা লয়েছে সে ভার।
ক্ষমা কর—কিম্বা নাহি কর
থাক কিম্বা নাহি থাক তুমি
কোন ত্রুটি হবেনা যজ্ঞের—
যদবধি এ অনলে আহুতি না পড়ে
স্বর্ণলঙ্কা—রাবণের প্রাণ।
কেন কাঁদ আর—কেন ভুলে যাও—
কেশে ধরে রথোপরে তোলা—
ক্ষতদেহ, ছিন্ন পরিধেয়, ছিন্ন কেশ পাশ—
রমণী-ভূষণ—লজ্জা,
সম্ভ্রম রাখিতে তার ছিলনা উপায় কিছু—
মুদেছিলে লাজে দু'নয়ন !
কেন ভোল অনশন, অনিদ্রায় নিশি জাগরণ,
চেড়ী বেত্রাঘাত, রাবণের কুবচন
কেন ভোল সতি !
হের দেবি ওই সুপ্রভাত—
আলোক প্রপাত লয়ে—দাঁড়াইয়া প্রাচীরের পারে।
কোথা ছিল পঞ্চবটী বন—কোথা এই অশোক কানন,
আজ ত নহেক দূরে—
বুকে বুকে মুখে মুখে
নিবিড় প্রেমের শুধু, নিবিড়তা করিতে গভীর—
প্রণয়ীর বক্ষরূপে লঙ্কার প্রাচীর।

সীতা। নারায়ণ, নারায়ণ, এই যদি আমার জীবন,
মৃত্যু মোর কেমন ভীষণ!
আজ আমা তরে কাঁদিছে কাতরে
পতিহীনা, পুত্রহীনা, পিতৃহীন শিশু।
নারায়ণ, নারায়ণ,
যে অনলে জ্বলিছে জানকী—
বুঝি হবে সে অনলে সীতার নির্ব্বাণ!

(উন্মত্ত অবস্থায় তরণীর প্রবেশ)

তরণী। ঐ—ঐ—ঐ—আসে—
শিশু যুবা বৃদ্ধ সব দল বেঁধে আসে—
হি হি করে হাসে—
ঘরশত্রু পুত্র বলি দেয় করতালি,
ছুটিয়া পালাতে নারি—চারিদিকে ঘেরিয়া আমারে
জাতিদ্রোহী, ধর্ম্মদ্রোহী-পুত্র বলি
পাছে পাছে ফেরে।
কোথা যাই—কোথায় লুকাই মুখ—
খুঁজি খুঁজি, দেখি কোথা স্থান—
কোথা গেলে আর কেহ পাবে না সন্ধান।

(ছুটিয়া যাইতে উদ্যত)

সরমা। তরণি, তরণি, কোথা যাও—কি হ'য়েছে?

(তরণী সীতা ও সরমাকে দেখিয়া দ্রুত সীতার নিকট আসিয়া জানু পাতিয়া বসিল)

তরণী। ওগো, ওগো, রঘুকুল রাজলক্ষ্মি—কি ক'রেছি!
কোন্ অপরাধে অপরাধী পিতা এ চরণে
এই সাজে সাজালি তাঁহারে!
মাগো—মাগো—
বিস্মৃত রাবণ আজি সীতার হরণ,
নহে যুদ্ধ রামে ও রাবণে।
বাজে রণ ভায়ে ভায়ে,
মাতৃ-দ্বন্দ্বে উঠিয়াছে ঝড়!
লঙ্কা রক্ষা তরে একদিকে স্বাধীন রাবণ
অন্যদিকে—মাগো—মাগো
জাতিদ্রোহী, পিতা মোর—ঘরশত্রু বিভীষণ।
কি করিলি—কেমনে এ বলি নিলি!
আমার পিতার নাম
জপিত কনক লঙ্কা প্রাতে ও সন্ধ্যায়
আজি সেই নামে—
সারা লঙ্কা দিতেছে ধিক্কার।

সীতা। কি করি, কি করি—সরমা—সরমা—কি করি বল্,
কার তরে নাহি কাঁদি—কার তরে রাখি অশ্রুজল!

সরমা। এইটুকু! আমি বলি কি হয়েছে—
কেন কাঁদে তরণী আমার!

তরণী। কি বলিছ মাতা! কি হ'য়েছে? কি হয়েছে জান?
সমারোহ চলেছে লঙ্কায়—
বীর সাজে বীর দর্পে কাতারে কাতারে
লঙ্কাভূমি রক্ষাতরে

ছোট বড় সকলে চ'লেছে ;
আমারে ডাকে না কেহ,
আমি যাব বলিতে না পারি—
অস্ত্রাগারে বুঝি মোর প্রবেশ নিষেধ !
যে সীতায় নেহারি নয়নে
সাধ হ'ল হেরিবারে কেমন শ্রীরাম,
কীর্ত্তিকথা, বীর্য্যগাথা শুনিতে শুনিতে
অনুমানে মূর্ত্তি যাঁর চিত্রিনু হৃদয়ে,
যেই নাম জপিতে জপিতে
ভরিল না সুধা—তৃষ্ণা বেড়ে গেল—
সেই রাম নাম
উচ্চারিতে জাগিছে সঙ্কোচ।

সরমা। শান্ত হও কুমার আমার, হ'ও না বিহ্বল—
কেন ভোল—এ জগতে নহে কেহ কার,
শুধু আসা যাওয়া—
দৃশ্য হ'তে দৃশ্য পরে অভিনয় করা।
বলি আরবার, শুন পুত্র—এ জগতে ধর্ম্ম শুধু সার,
ধর্ম্ম আপনার।
সেই ধর্ম্ম তরে—
পিতা তব করিয়াছে আত্মবিসর্জ্জন—
বিফলে যাবে না।
শুধু মনে রেখ আদেশ তাঁহার—
ধর্ম্ম পথে দৃঢ় হও,
ঘৃণা লজ্জা অপবাদে ক'রো না ভ্রূক্ষেপ।

ডাকেনি তোমারে তারা আজ ?
কাল তারা বুঝিবে সে ভুল করিবে আক্ষেপ,
সসম্ভ্রমে ডেকে নিয়ে যাবে।

(নেপথ্যে—জয় রাবণের জয়—জয় রাবণের জয়)

সরমা। রাবণের জয়—রাবণের জয়— [সরমার প্রস্থান

তরণী। কোন জয়ে নাহি মোর কোন অনুভূতি—
পরাজয় আমার আশ্রয় ! [ধীরে ধীরে প্রস্থান

(নেপথ্যে—জয় রাবণের জয়—রাবণের জয়)

সীতা। আসে দশানন—কি করি—কোন্ দিকে যাই—

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। প্রয়োজন নাহি আর—সব শেষ সীতা !
হের ধনু—
পার কি চিনিতে ?

(বেশ ভাল করিয়া ধনুক দেখিয়া—পরে রাবণকে ভাল করিয়া দেখিয়া)

সীতা। কোথা পেলে এই ধনু ?

রাবণ। চিনেছ তাহলে !

(ধনুক ফেলিয়া দিয়া নেপথ্য উদ্দেশ করিয়া)

নিয়ে এস এইবার—ছিন্নমুণ্ড শ্রীরামের।

সীতা। ছিন্নমুণ্ড শ্রীরামের !

রাবণ। রাজার সম্মানে রাখিয়াছি সুবর্ণের থালে।

(ছিন্নমুণ্ড লইয়া চেড়ী আসিল, ও সীতার সম্মুখে ধরিল)

সীতা। একি—একি—একি !

(কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িল)

রাবণ। সীতা! সীতা। সীতা!

উঠ সীতা, কাঁদিলে কি ফল বল!

(সীতার মূর্চ্ছাভঙ্গ—সীতা উঠিয়া বসিয়া আকাশ পানে তাকাইয়া রহিল, অতি বেদনায় প্রাণে যেন কোন বেদনা নাই। রাবণ আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিল)

রাবণ। কাঁদিলে না ফিরিবেন রাম,

কেঁদে কেহ কভু মরেনি কখনও।

দুইদিন, আবার হেসেছে—

সংসারের সব স্বাদ— আবার পেয়েছে।

থাক যদি এ লঙ্কায় বহুমানে রাখিব তোমায়

দশানন পূজেনি কারেও

পূজা পাবে রাবণের তুমিই প্রথম।

আর যদি এ সাধ্বী স্বামী সাথে যেতে চাও সতি,

আড়ম্বরে চিতা [illegible] হাতে।

সীতা। না—না—না—এ যে দর্প মোর।

সর্ব্ব লোকে বলে—অবিধবা সীতা—

আমারে বিধবা করে কে সে দেবতা!

রাবণ। দর্পহারী আছে নারায়ণ—

হয়ত বা—হ'ত না এমন,

দর্প কর—তাই দর্প চূর্ণ তিনি করিলেন আজ।

সীতা। সরমা, সরমা, কোথা তুমি? ছুটে এস—

দেখত—দেখত—সিঁথির সিঁদুর মোর হ'ল কি মলিন!

বলে দাও সত্য কিম্বা—

মায়াধর রাক্ষসের মায়া—
অমঙ্গল ভয়ে ফেলিতে পারি না আঁখিজল।

রাবণ। কোথায় সরমা! কেহ নাই।
পারে কি দেখাতে মুখ সরমা তোমায়;
সে যে ব্যথী তোমার ব্যথার।
রাম নাই—রাম নাই—এ মুণ্ড রামের—
মিথ্যা হ'লে ছুটে চলে আসিত সরমা।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দোদরী। আসেনি সরমা—কিন্তু আসিয়াছি আমি।
মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা—
শ্রীরাম জীবিত।
ব্রহ্মহস্তে বিনাশিছে রাক্ষসের চমু।
এ মায়ামুণ্ড—মায়া রাবণের।

রাবণ। মন্দোদরি!

মন্দোদরী। ছিঃ ছিঃ মহারাজ— এ যে অতি হীন কাজ!
কত নীচে আর যাবে নেমে?
আর যে নাহিক তল—
তোমার এ হীন আচরণে—মরমে মরিয়া যাই।

রাবণ। রাণি—

সীতা। না—না—না—
বল বল হে রাবণ—তুমি বল, জিজ্ঞাসি তোমায়
বিশ্বশ্রবা মুনির ঔরসে জন্ম যদি তোমার রাজন,
সসাগরা লঙ্কার ভূপতি,
পুত্র যদি দেবেন্দ্র বিজয়ী,

সাধনায় তব—
ধাবে ভৃত্য সম —বাঁধা যদি দেবতা সমাজ,
তবে—বল—বল মহারাজ,
তোমারে জিজ্ঞাসি আমি—
বল—বল—সত্য কিম্বা মিথ্যা এ মায়ার কাহিনী।

মন্দোদরী। বল—বল—মহারাজ—নীরব কি হেতু?
বল—নহে মায়ামুণ্ড—ছিন্ন শির সত্য শ্রীরামের।

রাবণ। বলিতাম তাই—
সীতা যদি হ'ত মন্দোদরী।
কেমনে বলিব?
প্রশ্ন সীতা করেনি আমায় মোর,
প্রশ্ন সীতা করেছে রাবণে।
রাবণ বলিবে মিথ্যা!
নারী হস্তে পরাজয় মানিবে রাবণ!
শোন সতি—
মরে নাই রাম—এ মায়ামুণ্ড, মায়াধন্ন
গড়েছে বিদ্যুৎজিহ্ব আমার আদেশে,
পরীক্ষা করিতে তোমা—
সত্য সীতা তুমি—কামনা আমার,
কিম্বা তুমি সামান্যা রমণী
সত্য—মন্দোদরী।

(সারণের প্রবেশ)

সারণ। মহারাজ, ভীষণ বারতা—
মরিয়াছে অকম্পন —ধূম্রাক্ষ প'ড়েছে রণে।

আর চারি পুত্র তব—
মহারাজ—মহারাজ—
ছিন্ন শির সব—বাণে বাণে বিদ্ধ হ'যে
শূন্যে শূন্যে ঘুরে
তোমারই সিংহাসন তলে প'ড়েছে আছাড়ে। [প্রস্থা•

রাবণ। চারি পুত্র নিহত আমার !

মন্দোদরী। না—না—কাঁদিবনা আমি—
ঘৃণা তুমি ক'রনা জানকি !
পুত্র মরে কাঁদে না জননী।

রাবণ। (সীতার প্রতি) কি খুঁজিছ হরিণাক্ষী চঞ্চল নয়নে ?
চারি পুত্র নিহত আমার—
খুঁজিতেছ অশ্রু বুঝি রাবণের চোখে !
হাঃ হাঃ হাঃ—

[বিকট হাস্যে ভীতা বা অপ্রতিভ সীতার ধীরে ধীরে প্রস্থান

শুনে যাও—শুনে যাও—জনক দুহিতা,
আমি দশানন—
নহি দশরথ দুর্ব্বল মানব,
বনবাসে দিয়ে পুত্র শোকে ত্যজিল জীবন।
এ দেহ প্রস্তর—
এই বক্ষ—এই বক্ষ—লৌহ কক্ষ মোর।

মন্দোদরী। হায় অন্ধ !
দেখ নাই—প্রস্তর ফাটিয়া যায় খর রৌদ্র তাপে
ক্ষয় হয় সলিল ধারায় ;
বহ্নি তাপে লৌহ গ'লে বাষ্প হ'য়ে যায়।

ক্ষুদ্র মানব বলি করিছ উপেক্ষা ?
অতি দর্পী · তুমি লঙ্কেশ্বর—
তাই বুঝি তব—দর্পের সম্মান
না দিলেন ভগবান।
বজ্র দেহ ধরি তাই বুঝি মহাকাল
হ'ন নি প্রকট,
বিকট বরাহ মূর্ত্তি নহে নারায়ণ—
এসেছেন কুসুম কোমল নর দেহ ধরি—
ভেঙ্গে দিতে ফুলের আঘাতে
আগ্নেয় ভূধর !
মহারাজ—
পাবক শিখায় জড়াইয়া গায়
কৌতুকে খেলিতে চাও।
পুচ্ছ ধরি ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গীর
প্রাণে চাও চুম্বিতে ফণায়।
বংশে বাতি দিতে কেহ না রহিবে।
না—না—মহারাজ—এখনও উপায় আছে।
দন্তে তৃণ করি—লক্ষ্মীর চরণ ধর—
নহে বধ—আন চতুর্দ্দোল—
নাহি বিভীষণ—কুম্ভকর্ণে সাথে লও—
দুই ভায়ে স্কন্ধে করি
ফিরে দিয়ে এস জানকীরে রাঘব চরণে—
নতুবা মজাবে লঙ্কা—মজিবে আপনি।

(মন্দোদরী গমনোদ্যত—রাবণ হস্ত ধরিল)

রাবণ। না—না—কোথা যাও রাণি—
ভীত আমি—পরিত্যাগ ক'রনা আমারে।
তাই করি—তাই করি—
কি কাজ আহবে—
কেন ডাকি নিশ্চিত মরণে—
তাই করি—ফিরে দিয়ে আসি জানকীরে
রাঘব চরণে।

মন্দোদরী। প্রভু, নাথ, দেবতার বর-পুত্র তুমি,
এইত পৌরুষ তব—বীরত্ব তোমার।

রাবণ। না—না—ছাড়িবনা হস্ত তব—ধরি দৃঢ় ক'রে।
ছাড়ি যদি পুনঃ পাব ভয়—
বংশে বাতি দিতে কেহ না রহিবে—
তাই করি—তাই করি—
তোমার সমক্ষে কহে দিই আদেশ আমার—

মন্দোদরী। মহারাজ—আজ সত্য আমি মহিষী তোমার—

রাবণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সত্য তুমি মহিষী আমার—
কে আছ নিকটে—
সেনাপতি, দৌবারিক, যে কোন সৈনিক,
কিম্বা কোন দূত—কে আছ নিকটে—?

(শুকের প্রবেশ)

শুক। মহারাজ!

রাবণ। জান—কয়জন সেনাপতি—চারি পুত্র মোর
মরিয়াছে রাম লক্ষ্মণের রণে?

শুক। জানি মহারাজ—

রাবণ। জান—কত পুত্র, কত পৌত্র মোর, কত সেনাপতি?

শুক লক্ষ পুত্র মহাবাহু—সওয়া লক্ষ নাতি
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সেনাপতি।

রাবণ (মন্দোদরীর দিকে তাকাইয়া)
রণ সাজে—এখন আসিতে বল সবে।
সেনাপতি আছি—বজ্রদংষ্ট্র—
মরে যদি বজ্রদংষ্ট্র
প্রহস্ত যাইবে রণে,
প্রহস্ত যদ্যপি মরে—
যাবে অতিকায়
মরে যদি সেই মহাবীর—

মন্দোদরী। মহাবাহু—মহাবাহু—

(কালনেমীর প্রবেশ)

কালনেমী। জাগিয়েছি কুম্ভকর্ণে—ভাগিনেয়—

রাবণ। জাগিয়াছে কুম্ভকর্ণ—
শূলীশম্ভু সম ভাই মোর—জাগিয়াছে?
হাঃ হাঃ হাঃ—
দন্তে তৃণ করি সীতা ছেড়ে দিয়ে
অঞ্চল ধরিব তব—
এত সাধ তোমার হে রাণি! [প্রস্থান

মন্দোদরী। ডাকিতেছে মহাবাহু—ওরে কালগ্রস্ত!
হায়রে হতভাগিনী!

বিরাম

অষ্টম দৃশ্য

লঙ্কার রাজপ্রাসাদ

তরণী

তরণী। গৃহরুদ্ধ আমি

বিশাল বিস্তৃত স্বর্ণ-লঙ্কার মাঝারে।

জ্যেষ্ঠতাত বড় ভালবাসেন আমারে

হাতে পায়ে তাই বুঝি পড়েনি শৃঙ্খল।

অপরাধ মোর।

কি ক'রেছি আমি তোমার চরণে জ্যেষ্ঠতাত,

সকলে অবজ্ঞা করে—তুচ্ছ করে

করে অপমান,

আর তুমি কহ না কোনই কথা!

কি করিলে তুমি তুষ্ট হবে!

আমি ত যাইনি পিতা সাথে;

পিতা মোরে রেখে গেছে তোমার চরণে—

ব'লে গেছে তোমারে সেবিতে। (বিষণ্ণভাবে অবস্থান)

(কয়েকজন রক্ষঃ বালকের প্রবেশ)

১ম বালক। মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী হে—

২য় বালক। মরিবে কেমনে বল—পিছনে যে তৈরী হে—

৩য় বালক। না—না—হে, অত সোজা নয়—রাম যুদ্ধ কিছু জানে—

ন।—না—না—বিভীষণ-পুত্র আমি
হইব ভীষণ—
দেখাব জগতে—
তরণী ডুবিতে পারে—পারেও ডুবাতে। (যাইতে উদ্যত)

(সরমার প্রবেশ)

সরমা। কোথা যাও যাদুমণি, না বলিয়া মোরে
আশীর্ব্বাদ না ল'য়ে আমার!
বড় কি লেগেছে ব্যথা—বেজেছে অন্তরে?
যেতেছ কি অস্ত্রহাতে বধিতে গৌরবে
বালকের দলে?
কি জানে উহারা?
চপলতা ক'রেছে প্রকাশ চঞ্চল স্বভাব হেতু।
শান্ত হও—কুমার আমার!

তরণী। আমি যাই জ্যেষ্ঠতাত কাছে,
অস্ত্র ধরি জিজ্ঞাসিতে তাঁরে—
কেন শাস্তি এত!
কেন এত অবহেলা!
আমার এ প্রাণ লয়ে—
কেন এত খেলা!

সরমা। মাথা নত ক'রে দাঁড়াবে যেখানে,
যাও তুমি অস্ত্র হাতে সেথা!
রাজা হ'তে মহারাজা—গুরু হ'তে গুরু,
বাৎসল্যে অধিক যিনি জনক হইতে

যাও তুমি অস্ত্র হাতে সম্মুখে তাঁহার।
ছি'—ছিঃ—
এতই উদ্ধত তুমি আজ—এত জ্ঞানহীন!

তরণী। তবে যাব না জননী দেখ—
যাই আমি লঙ্কার বাহিরে,
ঝাঁপ দিই সমর তরঙ্গে।
ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও দেবি!
লঙ্কার সন্তান যাবা
আমা বই সব চ'লে গেছে।

সরমা। স্থির হও—বাছা মোর—
সময় আসিবে—আপনি ডাকিবে।
অস্ত্র আসি আপনি চাহিবে তোরে।
যেতে যদি নাহি চাও সে সময় তুমি,
বলে বেঁধে ল'যে যাবে তারা।
যাবে—জ্যেষ্ঠতাত পাশে?
এস—এস—
কিন্তু কুমার আমার,
বড়ই গর্ব্বের ধন তুমি মোর,
সে গর্ব্ব অক্ষুণ্ণ রেখ তুমি।
অতি ধীরে জানাবে বেদনা,
মনে রেখ মায়ের আদেশ
পিতার আদেশ—
মনে রেখ—মহাগুরু তিনি। (চুম্বন)
এস—তবে— [উভয়ের প্রস্থান

(বিপরীত দিক হইতে রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। শূলীশম্ভু মহেশ্বর,
দেবাদিদেব পিণাকি ধূর্জ্জটি!
না—না—কেন ডাকি
কেন করি অনুযোগ!
হয় নাই কোন প্রয়োজন।
ভুল করিয়াছি আমি
সংশোধন আমারি উচিত
কি করিবে মহেশ্বর!
ধূম্রাক্ষ মরেছে,
অকম্পন, বজ্রদংষ্ট্র, প্রহস্ত প'ড়েছে রণে,
ম'রেছে ত্রিশিরা—
দেবান্তক, নরান্তক, মহাপাশ, মহোদর।
মরিয়াছে অতিকায়—মকরাক্ষ—কুম্ভ ও নিকুম্ভ,
শত শত সেনাপতি—বীরপুত্র মোর
রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ রাখি ঘুমায়েছে সব,
মরিয়াছে গর্ব্বের মরণ।
ভুল করি নাই—
অশ্রু নাই—আনন্দিত দশানন,
কিন্তু হায়—বুক ফেটে যায়
করিয়াছি ভুল—
নিদ্রাভঙ্গ ক'রেছি অকালে,
মারিয়াছি নিজ হস্তে কুম্ভকর্ণে আমি।
এ ভুলের সংশোধন করিতে হইলে

সাগর শোষিতে হবে
বজ্রাগ্নি করিতে হবে পান।
কুম্ভকর্ণ—কুম্ভকর্ণ—
মনে হয়—হত্যা করি আপনারে।
কিন্তু কেন এই ভুল!
একি মোহ মোর—
আচ্ছন্ন ক'রেছে সীতা।
অর্দ্ধেক জীবন মোর প'ড়ে আছে অশোক কাননে,
তাই কি প্রমাদ।
তাই কি এ পরাজয়—শক্তি অপব্যয়!
রণ জয় করিতে হইবে—
সীতাকে রাখিতে—
রণ জয় আবশ্যক মোর।
রাবণের পরাজয় হ'তে সীতা বড় নয়।
সীতা যদি অন্তরায়—
খড়্গাঘাতে বধিব সীতায়।

(মন্দোদরীর প্রবেশ)

মন্দোদরী। তাই কর মহারাজ—বধ কর সীতা!

রাবণ। কে বলিছে? রাণী মন্দোদরী।
এখনও সাধ—প্রবেশিতে দেবীর দেউলে!
ওঃ—কি শত্রু—তোমার সীতা!
হাঃ হাঃ হাঃ—
আমি চুরি করিলাম তারে

রাঘবের কুটীর হইতে—
সীতা চুরি করিল রাবণে—তোমার অঞ্চল হ'তে।
হাঃ হাঃ হাঃ—
ধাও রাণী—বধ করা হ'লনা সীতায়।

মন্দোদরী। শক্তি কোথা বধিতে লক্ষ্মণে?

রাবণ শক্তি কোথা—শক্তি কোথা
ক'হে গেছে বিভীষণ,
কহ তুমি—দাঁড়ায়ে সম্মুখে!
জান, শক্তি কারে বলে?
দেখেছিলে ইন্দ্রজিত নাগপাশ?
এক বাণ হ'তে—চৌরাশী লক্ষ সর্পের সৃজন!
অগ্নি মুখে,
বায়ু বেগে যায় বাণ মেঘের গর্জনে
আকাশেতে ধরে ফণা।
পাতালে বাসুকী কাঁপে,
খসে পড়ে ধনুর্ব্বাণ—
ঊর্দ্ধ-নেত্রে কাঁপে ঘন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হস্তে, পদে, গলদেশে,
সর্ব্ব দেহে মৃত্যুর বেষ্টন,
ঢলে পড়ে বিষের জ্বালায়।

মন্দোদরী। কিন্তু পরিণাম তার?
খ'সে পড়ে নাগপাশ গরুড় নিশ্বাসে!

রাবণ। শক্তি কোথা—শক্তি কোথা—
দেখেছিলে শেলপাট মোর

মন্ত্রপূতঃ যমের দোসর ?
ছাড়িলাম লক্ষ্মণের বক্ষ লক্ষ্য করি—
সম্বর সম্বর রব উঠিল চৌদিকে।
সূর্য্য কাঁপে, চন্দ্র খসে, বায়ু স্তব্ধগতি,
মেঘে রক্ত বরিষয,
আকাশে অমর কাঁপে,
অচেতন পড়িল লক্ষ্মণ !

মন্দোদরী। কিন্তু তারও পরিণাম ?
যেই হস্তে তুলেছ কৈলাস,
তুলেছিলে মন্দার পর্ব্বত,
সেই হস্তে উত্তোলন করিতে পারনি
তুচ্ছ নর লক্ষ্মণের ভার।
লয়ে গেল তুলিযা বানরে।
কি ক'রে তুলিবে—বৈরী তুমি,
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি—ধ'রেছিল নারায়ণ।

রাবণ। নারায়ণ—নারায়ণ—
জান মন্দোদরী,
কতবার মরিয়াছে তব নারায়ণ
ইন্দ্রজিত রাবণের হাতে ?
দেখেছিলে সেই শক্তি ?
ইন্দ্রজিত মেঘের আড়ালে—
দেখেছিলে খুরপার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ?
বাণ বিদ্ধ মরিল শ্রীরাম
মরে যথা হরিণ শাবক।

মরিল লক্ষ্মণ,
দূরে ম'রে প'ড়ে আছে সুগ্রীব, অঙ্গদ,
নল, নীল—
ভল্লুক সে জাম্বুবান।
মরিল সকল সৈন্য—বানর কটক।
কে ছিল বাঁচিয়া ?
ভাগ্য জোরে মাত্র হনুমান।
নারায়ণ—নারায়ণ—
শতবার মরিতে সে পারে নারায়ণ—
বাঁচিতে পারে না একবার !
বাঁচাল গরুড়ে—
বাঁচায় বানরে !
যাও—যাও—
নারায়ণ যদি বলি বলিব গরুড়ে,
নারায়ণ বলিব বানরে।
রাম লক্ষ্মণেরে নয়—

মন্দোদরী। মরে রাম—মরিল লক্ষ্মণ,
বাঁচিয়া উঠিল পুনরায়।
মরিয়াছে কুম্ভকর্ণ—বাঁচাও তাহারে ?
শক্তির বড়াই কর—
অবশিষ্ট কে আছে আর ?
ভীত ত্রস্ত দ্বার রুদ্ধ ক'রে
লুকাইয়া ব'সে আছো লঙ্কার ভিতরে—
শক্তির বড়াই কর—মন্দোদরী কাছে !

বানরে বলিবে নারায়ণ।
বুঝিলাম যাদুকর নাচায় তোমায়— [প্রস্থান

রাবণ। কে নাই—কে নাই—সব আছে,
আছে ইন্দ্রজিত—আছি আমি।
যাদুকর—যাদুকর—
হা—হা—জানে কিছু যাদু।
যাদুকরে ধরিব এবার
এক রণে—পিতাপুত্রে—
ইন্দ্রজিত—ইন্দ্রজিত—

(কালনেমীর প্রবেশ)

কালনেমী। নিকুম্ভিলা যজ্ঞে ব'সেছে কুমার,
ডাকিব তাহারে ভাগিনেয় ? (যাইতে উদ্যত)

রাবণ। না—না—না—সাবধান—
ভুল আর ক'রনা মাতুল।
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে
আসুক অজেয় হ'য়ে—
ব্যস্ত তারে ক'রনা মাতুল।
আমি যাব—

কালনেমী। তুমি কেন যাবে ভাগিনেয় ?
পাইয়াছি মহাবীর এক
অপূর্ব্ব কৌশলী—

রাবণ। কে সে মাতুল! এমন কে আছে আর ?

কালনেমী। কুমার তরণী—

রাবণ। তরণী—

হাঁ—হাঁ—বীর বটে—ইন্দ্রজিত তুল্য ধনুর্দ্ধর।
হাঁ—আহত সে পিতৃ আচরণে—
পিতৃ-অপরাধ স্খালনের তরে
ব্যগ্র সে—অধীর,
কিন্তু যাবেনা তরণী।

কালনেমী। কেন—এ কথা—কেন বল ভাগিনেয়!
'যাবেনা তরণী।'

রাবণ। পাঠাব না—আমি।
পাঠাতে—পারিনা আমি।
সে যে সরমার নয়নের মণি
গচ্ছিত আমার কাছে।
বিভীষণ গেছে—
শত্রু সাথে বন্ধুত্ব পেতেছে;
তা ব'লে কি আমি হীন হব—লঙ্কার রাবণ,
একমাত্র পুত্রে তার
পাঠাইব এ কাল সমরে!
আর—ফিরে যদি নাহি আসে
কি বলিব সরমারে!

কালনেমী। 'ফিরে নাহি আসে'
কি বলিছ ভাগিনেয়?
মৃত্যু কোথা তরণীর?
মৃত্যুবাণ তার—জানে মাত্র বিভীষণ,
নাম তার তুমিও জান না
আমিও জানিনা—

কেহ নাহি জানে।
পিতা যদি নিজ হস্তে বিনাশে পুত্রেরে—
রাবণ। মাতুল! এ যে দেখি—তরণী অমর—
কালনেমী। একমাত্র পুত্র—সর্ব্বগুণান্বিত—
রূপে কন্দর্প বিজয়ী—বীরত্বে মৃত্যুঞ্জয়ী,
বিভীষণ তুটি চোখে—
একটি নয়ন তারা!
রাবণ। ধারণার অতীত মাতুল—
ত্রিভুবনে মৃত্যুহীন কুমার তরণী!
কালনেমী। আজিকার যুদ্ধে—সেনাপতি—তাহ'লে তরণী—
রাবণ। যাত্নকর—যাত্নকর—
নেত্র আগে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল আলোক!
তারপর তারপর—
কালনেমী। দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, লঙ্কাতরে প্রাণ দিয়ে যুঝিছে তরণী—
গেল—গেল—রাম ও লক্ষণ—
রক্ষা কর—রক্ষা কর—মিত্র বিভীষণ—
কিন্তু—কোথা বিভীষণ।
অক্ষি সাক্ষি বল্ যুদ্ধ শেষ।
মৃত্যুবাণ জানে বিভীষণ—
পারে না বলিতে।
বাছাধন প'ড়ে গেছে ভীষণ ফাঁপরে—
হাঃ হাঃ হাঃ—
এক লাথি গিয়েছিল খেয়ে—
আসিতেছে—রাম লক্ষ্মণের তুটি লাথি নিয়ে।

রাবণ। তরণী—তরণী।
আজি যুদ্ধে সেনাপতি—কুমার তরণী।
আসে যদি ইন্দ্রজিত—
না—সেনাপতি তথাপি তরণী।

কালনেমী। ডাকি তবে তরণীরে ভাগিনেয়— [প্রস্থান

রাবণ। চমৎকার—চমৎকার—
রাঘবের মন্ত্রী—বিভীষণ!
সেনাপতি আমার—তরণী।
চমৎকার—চমৎকার—
যাদুকর—
নারায়ণ—
বিভীষণ—বিভীষণ—সাবধান বিভীষণ,
পরীক্ষা ভীষণ—
এই বজ্র পরীক্ষায়
যদি তুমি—
অসম্ভব—অসম্ভব—
পিতা হ'য়ে পুত্রেরে—অসম্ভব—

(কালনেমীর সহিত তরণীকে আসিতে দেখিয়া)

তরণি—তরণি—

(তরণীর প্রবেশ)

তরণী। ডাক—ডাক—জ্যেষ্ঠতাত!
ডেকে বল—যুদ্ধে যারে এখনি তরণি!
পায়ে ধরি—পায়ে ধরি— দাও অনুমতি;
নাহি চাই—অধ্যক্ষ গৌরব,

সেনাপতি নাহি হ'তে চাই—
তোমার সৈন্যের পাছু পাছু
সকলের ছোট তুচ্ছ হ'য়ে,
সকলের আজ্ঞা ব'হে শিরে,
যেতে চাহি একদিন—
ভিক্ষা করি একখানি জীর্ণ তরবারি।
যুদ্ধ আমি জানি জ্যেষ্ঠতাত!
জানি আমি শত্রুরে মারিতে,
মরিতে কেমনে হয়।
যদি বাঁচি—ফিরিয়া আসিব,
উচ্চশিরে রহিব বাঁচিয়া;
যদি মরি—লঙ্কার গৌরব তরে
মাথা রাখি তরবারি 'পরে
মরিব গো এমন মরণ
ত্রিভুবন বিস্মরণ হবেনা কখন!

কালনেমী। হাঁ—হাঁ আমরাও ভাবিতেছি তাই।
কিন্তু পিতা তব র'য়েছে সেখানে
কি ক'রে পাঠান যায়—

তরণী। তবে বন্দী মোরে কর মহারাজ,
হাতে পায়ে সর্ব্ব গায়ে পরায়ে শৃঙ্খল
ফেলে রাখ অন্ধকার কারাকক্ষে কোন।
না—না—যুদ্ধে যাব আমি,
দিতে হবে অনুমতি রাজা!
প্রত্যয় করাই কিসে—কেমনে বুঝাই?

জ্যেষ্ঠতাত ! পিতার শপথ—
না—না—ঘর-শত্রু পিতা মোর—হবেনা বিশ্বাস—
সত্য করি জননীর নামে—
সত্য করি তোমার চরণ ছুঁয়ে—
তারপর আর কিছু নাই—!
না—না—আছে—আছে—আরও আছে—
সত্যের পালন হেতু যেই মহাভাগ
অকাতরে ছাড়ি রাজ্য—ছাড়ি সিংহাসন—
বনবাসী—স্বেচ্ছায় সেজেছে যোগী—
স্বেচ্ছাব্রত-ধারী সেই রাম নামে
করি হে শপথ—বিপথে না যাব কভু।

কালনেমী। হাঁ—হাঁ—ভয়—ঐ রামচন্দ্রকেই।
যাদু জানে সেটা—
যাদু ক'রে ঘর-শত্রু ক'রেছে বাবাকে,
তোকেও যগুপি করে যাদু—
দুই বাপ ব্যাটা মিলি—
রাবণের বুকে বসি—রাজত্ব করিবে খাসা।

তরণী। কি বলিলে—কি বলিলে ?
অতি হীন তুমি।
না—না—বল মহারাজ—একথা কি কহিছে রাবণ ?
ত্রিভুবন-জয়ী-বীর—লঙ্কার অধিপ,
এ কি তোমার প্রাণের কথা ?
নিরুত্তর—বুঝিলাম—।
তবে কহি শুন মহারাজ,

তরণীর বাহুবলে ভীত যদি তুমি,
হৃদয়ের কোন স্থানে ক'রে থাক যদ্যপি পোষণ
এই শঙ্কা—
তবে তোমার লঙ্কা—উৎসন্ন যাক—হউক মরণ ;
এ লঙ্কা মজিবে—
কোন শক্তি দিয়ে তাবে রোধিতে নারিবে।

রাবণ। যুদ্ধে যাও বীর!
অনুমতি দিলাম তোমায়।
নহে সর্ব্ব শেষে—
যাবে তুমি আগে আগে
অগ্রভেরী রূপে
রাবণ বাহিনী লয়ে।
তরণি—তরণি
আজি যুদ্ধে সেনাপতি তুমি,
রাজা তুমি, রাবণ তাদের।
বৎস, মান রেখ রাবণের—
মান রেখ সোণার লঙ্কার।

(রাবণ শিরশ্চুম্বন করিল—তরণী প্রণাম করিল)

[রাবণের প্রস্থান

কালনেমী। (স্বগত) অবশিষ্ট—ইন্দ্রজিত—আর দশানন।

[কালনেমীর প্রস্থান

(সরমার প্রবেশ)

তরণী। মা—মা—

সরমা। পুত্র! পেয়েছ আদেশ—

চলিয়াছ রণে—
কহ পুত্র—উদ্দেশ্য তোমাব—

তবণী। উদ্দেশ্য আমাব!
জানিনা। জননি—বুঝি নাহি পায় তার।
অপবাদে ঢাকা পিতৃ নাম
রাহুগ্রস্ত সূর্য্যদেবে মোর
ব্যাধি মুক্ত করিব জননি!

সবমা। পূর্ণ হ'ক মনস্কাম তব—ধন্য হও তুমি।
এব বড আশীর্ব্বাদ—না জানে জননী।

(তরণী প্রণাম করিল)

তবণী। সীতা মা—সীতা ম'—কোথা মা জানকি!
আশীর্ব্বাদ—

(যাইতে উদ্যত—সরমা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল)

সবমা। কোথা যাও—কোথা যাও—
জানকীর কাছে?
না—না—সেখানে যেওনা!
ছিঃ ছিঃ—কত ব্যথা বাড়াবে তাঁহার?
রামচন্দ্র সাথে বাদ—
সেখানে কি যেতে আছে!
কি আশীর্ব্বাদ করিবেন তিনি—?
'রামজয়ী হও'।
ছিঃ—ছিঃ—

তবণী। তবে যাই আমি—
আসি যদি ফিরে—আসিব সূর্য্যের মত;

মধ্যাহ্ন গগনে রব,
অস্তে নাহি যাব কোন দিন।
আর যদি নাহি ফিরি—
কি বলিব—কি বলিব—
তবে তুমি কেঁদনা জননি! [প্রস্থান

সরমা। না—না—কাঁদিব না আমি—কাঁদিব না আমি।
লালসা প্রবল মোর,
এক পুত্র তৃপ্ত নহে হৃদি।
এক পুত্র পুত্র নয়—
তাই আজি পাঠাইনু তরণীরে রণে
শত লক্ষ কোটী হ'য়ে
ফিরিতে আমার কোলে।
কাঁদিব না—কাঁদিব না আমি—
দশানন পুত্র তরে কাঁদিছেন দশানন,
কাঁদি আমি—কাঁদে মন্দোদরী,
আমার পুত্রের তরে—কাঁদিব না আমি।
আমার পুত্রের তরে
কাঁদিবেক ত্রিভুবন
একসঙ্গে—এক সুরে।
দশানন—শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, রাক্ষস, বানর
মুখোমুখি দাঁড়ায়ে কাঁদিবে—
মা—মা—ব'লে আমারে ডাকিবে।

নবম দৃশ্য

সমুদ্রতীর

সুষেণ

গীত

জিন্ কে হৃদি মে শ্রীরাম বসে
উন্ সাধন ঔর কিয়ে ন কিয়ে
জিন্ সন্ত চরণ রজ কে পরসা
উন তীরথ নীর পিয়ে ন পিয়ে।
সব ভূত দয়া জিন্ কে চিত মে
উন কোটন দান দিয়ে ন দিয়ে।
নিত রাম রূপ যো ধ্যান ধরে
উন রামক নাম লিয়ে ন লিয়ে॥

দশম দৃশ্য

রণস্থল

বিভীষণ সুগ্রীব, অঙ্গদ, মারুতি ও লক্ষ্মণ

সুগ্রীব। কার্য্য তব বাড়িল মারুতি,
লঙ্কা দাহ পুনরায় বুঝি বা করিতে হয়।

অঙ্গদ। দুয়ারে অর্গল দিয়া সিংহাসনে বসি
মনে মনে ভাবিতেছে ভীরু
জিনিয়াছে রণ—

লক্ষ্মণ। শুন হে অঙ্গদ—প্রাণ বড় ধন।
হোক ভীরু—বুদ্ধিমান দশানন।

বিভীষণ। ভীরু নয়—ভীরু নয়—লঙ্কার রাবণ।
শত শত পুত্র পৌত্র পড়িয়াছে রণে
মরিয়াছে কুম্ভকর্ণ;
চির জীবনের মত ছেড়ে গেছে ভাই!
ভীরু নয় দশানন—
কাঁদিবার তরে লয়েছে সময়!
ঠাকুর লক্ষ্মণ,
রাবণেরে বল অধার্ম্মিক,
শতবার বল অত্যাচারী,
পরনারী-হারী—মহাপাপী বল—
বলিও না ভীরু তারে।

সুপ্ত সিংহ গর্জ্জিবে আবার
মহারণ বাজিবে এখনি।

অঙ্গদ। ভ্রাতৃ-প্রেমে মুখর যে বিভীষণ—

লক্ষ্মণ। মহারণ—মহারণ—
মহারণে রামানুজ সদাই প্রস্তুত।
কিন্তু কে করিবে মহারণ?
কই আসে সে রাবণ—
কেবা আসিবে—কে আছে আর?

বিভীষণ। ব'ল না—ব'ল না—
বীরেন্দ্র জননী লঙ্কা—বীর শূন্যা আজি।
দেবেন্দ্র-বিজয়ী পুত্র আছে মেঘনাদ,
মেঘনাদ পিতা—আছে দশানন—
কেমনে ভুলিয়া যাও ঠাকুর লক্ষ্মণ,
ইন্দ্রজিত নাগপাশ মরণ বন্ধন—
কেন ভুল,—রাবণের ভীম শেলপাট।

সুগ্রীব। আমাদের জয়ে দেখি সুখী নহে বিভীষণ।
পরাজিত পর্য্যুদস্ত দর্পী সে রাবণ
যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে সমস্ত বাহিনী ল'য়ে
দ্বার রুদ্ধ ক'রে ব'সে আছে লঙ্কার ভিতরে;
ম্রিয়মান তাই বিভীষণ—ভ্রাতৃ-পরাজয়ে—

অঙ্গদ। আমি ত করিয়াছিনু স্থির—
রাবণের পরাজয়ে—
কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে—
শোকে দুঃখে——

আত্মহত্যা করে বুঝি সাগরের জলে ;
ছদ্মবেশী বিশ্বাস ঘাতক !

মারুতি। ছিঃ অঙ্গদ—কাকে তুমি কি বলিছ ?

বিভীষণ। যথার্থ ব'লেছে—
শুধু এরা কেন—কহিছে সকলে।
নিন্দায় আমার মুখর কনক লঙ্কা।
কহে সবে—ঘর-শত্রু আমি—
ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনে
হাসি মুখে করাই নিধন।
এল রণে কুম্ভকর্ণ ভাই সুমেরু সমান,
পলাইল সুগ্রীব, অঙ্গদ, নল, নীল বীর—
কাঁপিছে লক্ষ্মণ,
ধরিতে অক্ষম ধনু—ধানুকী শ্রীরাম।
কাণে কাণে নারায়ণে ব'লে দিনু আমি
ভয় নাই—
অকালে ভেঙ্গেছে ঘুম মরিবে এখনি।
মরিল প্রাণের ভাই সম্মুখে আমার—
মুখে রাম জয় করিলে তোমরা।
কিন্তু কি করিব—গত্যন্তর কোথা—
কে বুঝিবে ব্যথা মোর,
আমি যে অমর।
কে বলিয়া দিবে—
কোথা মোর ঘর—কে মোর আত্মীয় ?
যুগে যুগে রহিব বাঁচিয়া—

কে আমার সঙ্গী রবে !
শত্রুভাবে ভজিতেছে শ্রীরামে রাবণ—
মৃত্যু পরে বৈকুণ্ঠে রাবণ
স্থান পাবে বিষ্ণুর চরণে।
গতি মোর—মুক্তি মোর—স্থান মোর !
ধরণীর ধূলা সম
অনন্ত অনন্ত যুগ ধরি
প'ড়ে রব ধরণীর বুকে !
তবে—তবে—পূর্ব্ব জনমের বহু পুণ্য ফলে
পাইয়াছি যদি আজ চরম আশ্রয়,
পাইয়াছি যদি মোক্ষধাম হরির চরণ—
নিন্দা গ্লানি অপবাদ ভয়ে লব না শরণ !
হে অঙ্গদ—হে সুগ্রীব, কটূ নাহি কহ—
ক্ষমা কর,
অশ্রু যদি দেখে থাক নয়নে আমার,
তন্দ্রাঘোরে ভাই বলে ডেকে থাকি যদি—
ক্ষণিকের অবসাদ করিও মার্জ্জনা।

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম। কে কাহারে করিছে মার্জ্জনা !
কতবার মরিয়াছি রাবণের রণে,
কতবার—কতবার—
কাঁদিয়াছ মৃতদেহ ক্রোড়ে—
কতবার—কতবার—তোমারি দয়ায়
হারাতে হারাতে ফিরে পেয়েছি লক্ষ্মণে !

এ যুদ্ধ স্থগিত হল—
আমি ফিরে যাব।
তুমি ফিরে যাও সখা !
ভ্রাতৃশোকে, পুত্রশোকে কাঁদিছে রাবণ,
বুক ফাটা আর্ত্তনাদ—
শেল বাজে বুকে।
যাও ভাই—
অশ্রুজলে রাবণের বুক ভেসে যায়—
সে অশ্রু মুছায়ে দাও তুমি।
সীতা হারা বহুদিন রয়েছি জীবিত
পারিব বাঁচিতে—
লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণ—এস, যুদ্ধ শেষ।

বিভীষণ। ফিরে যাবে ?
অমরত্ব অভিশাপ তুলে দিয়ে শিরে
আমারে ত্যজিয়া যাবে ?
কিন্তু কোথা যাবে ?
রাবণের হস্ত হ'তে কেমনে পাইবে ত্রাণ—
সে ত নাহি ছাড়িবে তোমারে !
বৈকুণ্ঠ তাহার চাই—
লভিবে সে বাহুবলে।

(নলের প্রবেশ)

নল। রঘুনাথ—রঘুনাথ—
সংবাদ ভীষণ !
পড়িয়াছে মহামার পশ্চিম দুয়ারে—

হাহাকারে উর্দ্ধশ্বাসে কপি সৈন্যগণ
ত্যজিতেছে রণস্থল,
পারি না ফিরাতে।
রঘুনাথ,
সেনাপতি ত্রুধের বালক এক
ননীর পুতলি,—
অঙ্গ ব'য়ে লাবণী ঝরিছে
চক্ষু হ'তে ক্ষরিছে বিদ্যুৎ !
কাতারে কাতারে দূরে, প'ড়ে আছে রাক্ষস বাহিনী—
অশ্বপৃষ্ঠে উল্কাবেগে ছুটিছে বালক,
এক হস্তে বিঘূর্ণিত অসি,
অন্য হস্তে শরের সন্ধান,
দন্তে চাপি দেয় শিশু ধনুকেতে গুণ,
আগুন উগারে বাণ !
আক্ষেপ বিক্ষেপ নাহি—নাহিক ভ্রূক্ষেপ
আশে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে,
মরণের অগ্রভেরী মত
হাসিয়া সে অবজ্ঞার হাসি—করে যেন খেলা !
কণ্ঠস্বরে মেঘমন্দ্র ধ্বনি—
কিন্তু অতি সুমধুর ;
মুখে শুধু এক কথা—কোথায় শ্রীরাম
যুদ্ধ দাও—কোথায় শ্রীরাম।

রাম। মারুতি, সুগ্রীব, ছুটে এস অঙ্গদ, লক্ষ্মণ,
ভ্রাতৃশোকে মায়াধর উন্মত্ত রাবণ

এল বুঝি রণে
বালকের ছদ্মবেশ করিয়া ধারণ।

[বিভীষণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

বিভীষণ। কে এল—কে এল—কে এল বালক,
মুগ্ধ নল বীরত্বে যাহার,
মূর্চ্ছাগত নীল মহাবীর!
কার পুত্র—কে এল বালক!
আমারে সান্ত্বনা দিল
বীরশূন্য নহে লঙ্কা—বীরেন্দ্র ভবন—
কাপুরুষ নহে কেহ—
ভীরু নহে লঙ্কার রাবণ।
কে এল— কে এল—
কার পুত্র—কে এল বালক!

(বিভীষণ কিছুদূর অগ্রসর হইতেই—তরণীও বিপরীত দিক হইতে একেবারে যেন বিভীষণের বুকের উপর আসিয়া পড়িল—বিভীষণ উন্মাদের মত তরণীকে জড়াইয়া ধরিল)

বিভীষণ। তরণি—তরণি—

তরণী। পিতা! পিতা!

বিভীষণ। ওরে—ওরে—কত যুগ যেন দেখি নাই,
কতদিন ধরি নাই বুকে!
তুই কেন এলি পুত্র!

তরণী। আসিব না!
মনে নাই ব'লেছিলে মোরে—

যতদিন রহিবে লঙ্কায়—
রাবণের অন্ন খাবে, ভুল না তাঁহারে,
প্রাণ দিয়ে সেবা কোরো তাঁর।
বাদী হ'তে পিতার তোমার
যদি কন্ তিনি—তাও হবে রহিল আদেশ।

বিভীষণ। ভাবি নাই, বুঝি নাই, গর্ব্বিত সে বাণী মোর
অলক্ষ্যে শুনিবে ধাতা—করিবে বিদ্রূপ !

তরণী। কে করিবে বিদ্রূপ ?
কে সে দর্পী—স্পর্দ্ধা এত কার !
ধর্ম্ম চূড়ামণি তুমি,
কেড়ে নেবে মুকুট তোমার ?
কেন ভীত—চিন্তিত কি হেতু ?
অজানায় অচেনায় নাহি হবে রণ
যুদ্ধ হবে তোমাতে আমাতে—
পিতা—পুত্রে।
সেই রণ-রাগে রঞ্জিত হইবে বিশ্ব
দেবতা হেরিবে দৃশ্য—মধুর কঠোর।
হারি কিম্বা তুমি হার, জিনি কিম্বা জিন তুমি—
গর্ব্ব উভয়ের।
আমাদের জয় গানে
রোদনে মিশিয়া যাবে সর্ব্ব আয়োজন—
ক্ষুণ্ণ হবে রাম নাম—নাম রাবণের।
অনুরোধ শুধু গো তোমায়,
ভিক্ষা শুধু—মিনতি চরণে,

ব'লনা শ্রীরামে—ক'রনা প্রকাশ—
কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় !

বিভীষণ। ফিরে যা তরণি—

তরণী। কোথা যাব' ব'লে দাও—কোথায় দাঁড়াব গিয়ে ;
কি বলিব দশাননে ?
বলিব কি, ওগো জ্যেষ্ঠতাত !
পিতৃস্নেহে গ'লে ফিরে এসেছে তরণী,
রাজ ভোগ এনে দাও—কোলে ক'রে চুমা দাও মোরে !
বল, বল, কি বলিব পালকে আমার ?
সর্ব্বোচ্চ সম্মানে যিনি বিভূষিত ক'রেছেন মোরে,
অগাধ বিশ্বাসে যিনি—লঙ্কার বাহিনী,
'মান রেখ' ব'লি হাতে দিয়েছেন তুলে !

বিভীষণ। লঙ্কা যদি নহে নিরাপদ—তবে আয় মোর সাথে,
নিয়ে যাই যথায় শ্রীরাম,
ব'লে দিই—তুই যা আমার।

তরণী। বল, কেন যাব ! ইষ্ট লাভ কি হবে আমার ?
বল কেন যাব শ্রীরামের কাছে ?

বিভীষণ। ওরে শিশু, বাঁচ আগে বাঁচ—
জাননা বালক,
কি দুর্ম্মদ বীর—রাম ও লক্ষ্মণ,
যাতনা মাথান তীক্ষ্ণ—কি ভীষণ শর,
জর্ জর্ লঙ্কা যাহে আজ।
আসে যারা—ফেরে নাক' আর—
কুমার আমার—না—না- আয় মোর সাথে।

তরণী ! হারা, জেতা, বাঁচা, মরা—
জীবনের যুদ্ধের এইত প্রকৃতি ।
মৃত্যু ভয়ে নিজ ধর্ম্মে দিব জলাঞ্জলি !
জান ? কোন্ ভাগ্যে ভাগ্যবান আমি আজ—
অর্দ্ধ লঙ্কা বাহিনী আমার ;
যারে আজ কহিছ বালক—দেখাইছ ভয়—
সেই আমি—সেনাপতি রাবণের !
তর্জ্জনীর একটী হেলনে, বালকের একটী ইঙ্গিতে—
শত লক্ষ কোটী অসি উঠিবে ঝলসি,
অগ্নিমুখী কোটী কোটী বাণ,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিদ্যুদ্দাম খেলিবে কৌতুকে ।
অবহেলি—
লোভনীয়, বরণীয় বিরাট সম্পদ এই
যদি যাই শ্রীরামের কাছে,
লজ্জা নাহি দিবে কি শ্রীরাম—
অখ্যাতির হীন মৃত্যু হবে নাকি মোর ?)
এসেছি যখন
ভেটিব শ্রীরামে রণে রাবণ প্রতিভূ হ'য়ে ।
বাণে বাণে পথ রোধ করি
আকর্ষণ করিব তাঁহারে ।
দুঃখ ক'রনাক—
যাব আমি তোমারি ধর্ম্মের দ্বারে—

বিভীষণ । তরণি—তরণি—

তরণী । তবে যাব নাক' বিনা নিমন্ত্রণে ।

সহজে রাক্ষস শিশু—
ভিক্ষা করি লব না শরণ।
মন্দিরে বিগ্রহ মত রহিবেন তিনি,
আমি শুধু যাব
ফুল, তুলসী চন্দন লইয়া—
আমা হ'তে হেন কার্য্য হবে না সম্ভব।
আমি যাব অর্দ্ধ পথ—অর্দ্ধ পথ আসিবেন তিনি।
হ'ন নারায়ণ—
তথাপিও শোক তাপ ব্যথা ভরা নরদেহ ধারী
মৃত্যুর অধীন।
আছে প্রহরণ—
সংজ্ঞা লুপ্ত করিব তাঁহার।
শুধু রবে নয়নের জল
আর মাত্র দুটি—
পদ্ম-পলাশ লোচন সম্বল।

বিভীষণ। বাখানি তোমারে পুত্র,
বাখানি বীরত্ব তোর।
আয় তবে কুমার আমার—
লঙ্কার গৌরব সূর্য্য অঙ্কিত পতাকা ল'য়ে
দে ত' বুঝাইয়া—
লক্ষ্মণে সুগ্রীবে আর দাম্ভিক অঙ্গদে—
বীরশূন্যা নহে লঙ্কা—বীর প্রসবিনী।

তরণী। আশীর্ব্বাদ কর তবে পিতা—
মনস্কাম পুরাই তোমার।

পিতা ! পিতা ! একবার ডাকি প্রাণ ভ'রে
একবার ডাকগো আদরে। (বিভীষণকে জড়াইয়া ধরিল)

বিভীষণ। পুত্র—পুত্র তরণি আমার—

তরণী। আর নয়—আর নয়—নাহিক সময় আর—
কর আশীর্ব্বাদ—বিদায়—বিদায়—
ঐ ডাকে বাহিনী আমার।

[প্রস্থান

বিভীষণ। আশীর্ব্বাদ—আশীর্ব্বাদ—
শক্তি কই—ভাষা কই—
রসনায় জড়তা এসেছে—
জাগো শক্তি—
জাগো মোর সকল তপস্যা
সর্ব্ব কর্ম্ম—ধর্ম্ম জীবনের—
দাঁড়াও সম্মুখে—
প্রাণাধিক পুত্র আজ চলিয়াছে রণে।
যাও পুত্র—
এখনও বহুদূর তব দেবালয়
বিগ্রহ বিরাজে যথা
আগ্রহে ধরিতে বুকে তোমা—
যাও পুত্র—
পরিখা, প্রাচীর, দুর্লঙ্ঘ্য প্রাঙ্গণ
একে একে পার হ'য়ে যাও।
আশীষ এখন নয়—
দেবালয়ে পৌঁছিবে যখন

বিগ্রহে তুষিবে যবে বীরের পূজায়
আশীর্ব্বাদ করিব তখন,
ব'লে দেব কি করিতে হ'বে— [প্রস্থান

(তরণীর প্রবেশ)

তরণী। ছার কপি সৈন্য সনে রণ
মূর্চ্ছা যায় আঁখির পালটে।
কোথায় শ্রীরাম—
কে দেখায়ে দেবে—
রণসাধ কে মিটাবে মোর।

(ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব)

কে—কে—যায়!
ছায়ামূর্ত্তি ধরি বারে বারে
কে মোরে উত্ত্যক্ত করে
একাগ্রতা ভেঙ্গে দেয় মোর!
অমঙ্গল আশঙ্কায়—পিতা—
এল কি জননী
কিম্বা শত্রু—শ্রীরামের চর?
আবার—আবার—
যেবা হও—দেহ পরিচয়।
হবে না প্রকাশ?
ছায়ামূর্ত্তি বিদ্ধ করি বধিব তোমায়।

(ধনুকে শর যোজনা ও ছায়ামূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া রাবণের স্বরূপে প্রকাশ)

রাবণ। আমি—আমি বৎস—

তরণী। মহারাজ!

রাবণ। নহি মহারাজ,

আমি জ্যেষ্ঠতাত তোর—কুমার আমার।

তরণী। বুঝিলাম মহারাজ,

সন্দিহান চরিত্রে আমার তুমি।

অলক্ষ্যে আমার

আসিয়াছ নিরখিতে গতিবিধি মোর।

এসেছ দেখিতে

মিলিত হ'যেছি আমি শ্রীরামের সাথে।

উত্তম—

করিলাম অস্ত্রত্যাগ—রণপরিহার। (অস্ত্র ত্যাগ)

রাবণ। তাই কর্—ফিরে যা তরণী—

সেনাপতিত্ব আমারে দে

ফিরে যা লঙ্কায়।

তরণী। কাঁদিলাম কাতর হইয়া

বক্ষ দীর্ণ করি দেখালাম অন্তর আমার

বিশ্বাস না কর তবু!

পিতা! পিতা!

মুক্ত হও—মুক্ত হও দেব!

মহারাজ, ফিরিব না আমি

করিব না অস্ত্রত্যাগ।

নিষেধ না করি তোমা—রহ সাথে সাথে,

তরণীর কীর্তি বা অকীর্তি

হের মহারাজ!

রাবণ। ওরে—তা নয় রে নিষ্ঠুর—
বিদায় দিয়াছি তোরে
পারি নাই নিশ্চিন্ত রহিতে।
এই দেখ্—
অস্ত্র আমি সঙ্গোপনে রেখেছি সঞ্চিত।
দৈব দুর্ব্বিপাকে—
অস্ত্র শূন্য হ'স যদি তুই—
তুলে দিতে অস্ত্র তোর হাতে—
আর—আর—বিধি যদি হয় বাম
বিপদ যদ্যপি আসে
তবে—তবে—
ঐ কোমল বক্ষের আগে—
এই বক্ষ মোর
পেতে দিতে এসেছি ছুটিয়া।
না—না—কাজ নাই—ফিরে যা তরণি!
অতীব কদর্য্য আমি—
কহিছে অন্তর যেন সুস্পষ্ট ভাষায়
অতি হীন—অতি হীন আমি,
জিঘাংসায় হ'য়েছি উন্মাদ।
বিপক্ষ শিবিরে ফেরে শত্রু বিভীষণ
পুত্রে তার ক'রেছি বরণ
সেনাপতি পদে—
নহে যুদ্ধ জয় আশে;
হীন প্রতিশোধ যেন সঙ্কল্প আমার!

যাক্ রাজ্য—ফিরে যা তরণি !
নব বানরের করে দিতে হয় প্রাণ
দেব অকাতরে।
এই হীন আচরণ—
আত্মহত্যা পারি না করিতে।

তরণী। তুমি হীন—!
স্বর্ণ কিরীটিনী লঙ্কা,
তুমি শিরোমণি তার—
ত্রাস দেবতার,
কাত্যায়নী বরপুত্র তুমি।
পায়ে ধরি জ্যেষ্ঠতাত।
নিশ্চিন্তে ফিরিয়া যাও।
স্বাধীনতা একটি দিনের
হরণ ক'র না তুমি !
যদি জয়ী হই
আবৃত আমারে করি—
বিজয় গৌরব মোর
খর্ব্ব ক'রে দিও না রাজন।
মরি যদি—
—না না—নির্ভয়ে ফিরিয়া যাও।

রাবণ। (তরণীর মস্তকে হস্ত দিয়া) আশুতোষ—আশুতোষ,
এমন কাতর কণ্ঠে
বুঝি প্রভু ডাকিনি কখনও—
ভুলে যাও অপরাধ, রক্ষা কর তরণীরে—

আত্মগ্লানি হ'তে বাঁচাও রাবণে প্রভু !

[প্রস্থান

তরণী । যাও জ্যেষ্ঠতাত !
আজি শেষ দিনে
বিমুগ্ধ করিয়া গেলে মোরে।
বুঝিতে অক্ষম—
এতখানি প্রাণ লয়ে কেমনে হরিলে সীতা !
অবসর নাহি আর—
পাবনা শুনিতে
অন্তর নিহিত গূঢ়—মর্ম্ম কথা তব—
সুগভীর উদ্দেশ্য তোমার— (প্রস্থানোদ্যোগ)

(অঙ্গদের প্রবেশ)

অঙ্গদ । কোথা যাবে— অশিষ্ট বালক ?

তরণী । আবার এসেছ ?
ছিঃ ছিঃ ছিঃ—
অতি তুচ্ছ বাণের আঘাতে
দেহের সমস্ত রক্ত
দেহ ফেটে এসেছে বাহিরে—
আবার এসেছ !

অঙ্গদ । হাঁ—হাঁ—এসেছি আবার—
আসিয়াছি পরিচয় দিতে।

তরণী । তুমি ত অঙ্গদ—
পরাজিত দুই—দুইবার—
পরিচয় যথেষ্ট তোমার।

অঙ্গদ। শুধুই অঙ্গদ নহি—
মহারাজা বালি পুত্র আমি!

তরণী। কৃতজ্ঞ হে যুবরাজ—

অঙ্গদ। কোন্ বালি—জান কি বালক?

তরণী। জানি—জানি—
সাধু ভাষা—বালু যাহে কহে—
তপ্ত হ'য়ে উপহাস যে করে তপনে।

অঙ্গদ। সত্য—ক'রেছিল উপহাস;
যে দেশের সামান্য বালক তুমি
সে দেশের মহারাজা—রাবণেরে
নিমজ্জিত ক'রেছিল—ঐ সাগরের জলে।

তরণী। হ'য়েছে উত্তম—ঋণ পরিশোধ হ'ল আজ।

অঙ্গদ। না—না—নিজস্ব শক্তিতে পরাভূত করনি আমারে।
জান—যাদুমন্ত্র কোন।
যাদুমন্ত্র কেড়ে নেব আমি,
পরাজিত করিব তোমারে।

তরণী। সাবধান অঙ্গদ—ছাড় পথ।
আসি নাই দগ্ধ মুখ কপি সাথে করিবারে রণ।
বল—কোথায় লুকায়ে রাম?
পুরস্কৃত করিব তোমারে।
শিখাইব—যুদ্ধের কৌশল।

অঙ্গদ। উদ্ধত বালক—

(অস্ত্রাঘাত ও যুদ্ধ—অঙ্গদের পরাজয়)

তরণী। যাও—যাও—ক্লান্ত তুমি লভগে বিশ্রাম— [প্রস্থান

অঙ্গদ। ওঃ—ওঃ—কে আছ—কে আছ—
জল—এক বিন্দু জল।
ন —না, এ পিপাসা নয়—
অপমান মর্ম্মজ্বালা।
উঠ হে অঙ্গদ, বালি পুত্র তুমি—বীর।
শত সেনাপতি বেষ্টিত রাবণের
শির হ'তে একদিন
এনেছিলে মুকুট খুলিয়া—
আর আজ—দুগ্ধপোষ্য বালকের হাতে
এই পরাজয়—
না—না আর একবার—আর একবার
আমি দেখিব বালকে— [প্রস্থান

(রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম। পরাজয়, পরাজয়, চারিদিকে আজ পরাজয়—
রক্ষঃ শিশু আসিয়াছে রণে—প্রতীতি না হয়।

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে তরণীর প্রবেশ)

তরণী। (রামকে দেখিয়া) এতক্ষণে পেয়েছি বোধ হয়।
দেখি—দেখি—
ভুল নয়, ভুল নয়, পেয়েছি নিশ্চয়!

রাম। ওঃ—তাই পরাজয়!
তাই বলি—বড় বড় রক্ষঃ রথী গেল,
রক্ষঃ শিশু এল কোথা হ'তে—এতদিন পরে,
ত্রিদিব লাঞ্ছিত শক্তি—রূপের তরঙ্গে তার!

রাবণের সাধনার ফল,
এ যে শিব নেত্রানল—
মা দুর্গার স্নেহের প্রতীক,
দেব সেনাপতি এ যে—কুমার কার্ত্তিক !

তরণী । রূপ না এ ছবি ! এ যে রূপের ভাণ্ডার !
ইন্দ্রধনু আলো করা এ যে চিত্র-পট,
এ যে একত্রিত মন্ত্রমুগ্ধ সৌন্দর্য্য বিশ্বের—
নবদুর্ব্বাদল—একি শ্যাম শোভা,
মনোলোভা একি হাসি,
করুণায় গ'লে পড়া—জ্বলে ওঠা গরিমায়
এ কি চক্ষু—আকর্ণ বিকাশি !
এ কি গ্রীবা, এ কি স্কন্ধ, এ কি কণ্ঠস্বর,
এ কি বাহু লম্বিত স্পর্দ্ধায়,
বিলম্বিত, রোমাঞ্চিত—এ কি এ জটায়—
উগারিয়া হলাহল—ভোগ যেন আজ
সর্ব্বত্যাগী আনন্দে ঘুমায় !
(প্রকাশ্যে) দেখি—দেখি—পা দুখানি দেখি—
পাষাণী মানবী হ'ল—কাষ্ঠ তরী হ'ল স্বর্ণময় !
(চরণের দিকে লক্ষ করিয়া—সোৎসাহে)
রামচন্দ্র, রামচন্দ্র—তুমি রামচন্দ্র ।

রাম । আর তুমি কুমার কার্ত্তিক—দেব সেনাপতি
রাবণের সেনাপতি আজ,
অস্ত্রপাণি রামের বিনাশে ।
দেবাদিদেব, ত্রিশূলী শঙ্কর,

ভয়ঙ্কর রাম যদি পৃথিবীর ভার,
প্রয়োজন যদি প্রভু, বিনাশ তাহার,
কেন প্রভু, এত আয়োজন।
কেন না বলিলে একবার—ইঙ্গিত না কর কেন
ফেলে দিই ধনুর্ব্বাণ—,

তরণী। একি ভুল—একি ভুল—কোথায় কার্ত্তিক ?
বুঝিলাম—এই ভুলে—ছুটেছিলে তুমি
মারীচের পিছু—স্বর্ণ-মৃগ ভ্রমে !
কোথায় দেবতা ! কে আসিবে—শকতি কোথায়—?
দেবতা বিজয়ী যার রাবণ দুয়ারে
বদ্ধ তারা—তারা ক্রীতদাস—
কেহ কাটে ঘাস—কেহ তোলে জল,
মালা গাঁথে, আলো দেয়—
অশ্বপাল, গোপাল বা কেহ।
নহিকো কার্ত্তিক আমি—
নহি কোন দেবের কুমার—
ক্ষুদ্র এক রাক্ষস বালক
পালিত রাবণ অঙ্কে।

রাম। রাক্ষস বালক—!
না—না—কত এল, চলে গেল মহা-মহা-রথী—
এল আজ রাক্ষস বালক ! অসম্ভব—

তরণী। তাই হয়—তাই হয়,
সর্প হ'তে শিশু সর্প অতি ভয়ঙ্কর।
এল রাজা, কত মহারাজা, কত বীর, কত মহারথী—

প্রৌঢ়, যুবা, শক্তি-বৃদ্ধ কত।
কীর্ত্তি খ্যাতি—ভুবন বিস্তারি ;
হরধনু তুলিতে অক্ষম—
ভঙ্গ করা সেত বহুদূর !
কোথা হ'তে এল শিশু বাজায়ে ডমরু
শিবের গুরুর মত,
ভয়ে ধনু হইল দুখান !
তুমি—তুমি নাকি বালক বয়সে
ভার্গবের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলে ?
কত ঋষি, কত মুনি, যোগী, যতি কত
এল—গেল
বিশ্রাম করিয়া গেল—পাষাণ বেদীর 'পরে—
পাষাণ—পাষাণী ব'ল।
কোথা হ'তে এল শিশু বাজায়ে নূপুর
সুরে সুর—তন্ত্রী স্পর্শে উঠিল সঙ্গীত,
পাষাণী মানবী হ'ল !
তুমি—তুমি নাকি ক'রেছিলে অহল্যা উদ্ধার ?
তবে কেন অবহেলা বালক বলিয়া ?
জানিত না ভার্গব যেমন—
জাননাক, তুমিও তেমন,
আমা হ'তে—হ'তে পারে অসাধ্য সাধন।
লঙ্কা জন্মভূমি মোর—আমি স্বাধীন বালক,
রাবণ আমার রাজা—
যুদ্ধে সাজা লঙ্কা রক্ষা তরে।

বৃদ্ধ গেছে—প্রৌঢ় গেছে—যুবা কেহ নাই
তাই আজ এসেছে বালক,
যুদ্ধ দাও—যুদ্ধ দাও—
বৈরী তুমি—
প্রতিদ্বন্দ্বী আমি—

রাম। না—না—না—যুদ্ধ নাহি হবে আর।
কার্ত্তিকেয় নহ যদি—
তুমি কোন দেবতা প্রধান
বালকের ছদ্মবেশে!
কোন্ অপরাধে অপরাধী আমি
দেবেন্দ্র সমাজে আজ,
ব্রহ্মা বিষ্ণু কিম্বা মহেশ্বরে
দিয়াছি বা কোন ব্যথা,
দেব-রোষ তুমি—রাবণের সেনাপতি রূপে।
প্রিয় হ'তে অতি প্রিয়—জানকী আমার
মরিলেও বুঝি না ভুলিব।
সহিব, সহিব তবু—
সীতা তরে—দেবদ্বেষী নাহি হব।
যাও বীর—যুদ্ধ শেষ পরাজিত আমি— [প্রস্থান

তরণী। চ'লে যান—চ'লে যান রাম—
সৃষ্টি যেন যায় পাছে পাছে,
আগে আগে সমস্ত আলোক!
রূপ রস গন্ধ জগতের
পায়ে পায়ে চ'লেছে জড়ায়ে!

চ'লে যান চ'লে যান রাম—
চোখ দুট' উপাড়িয়া মোর—লয়ে যান যেন!
যাও যাও—দেখি ক্ষণকাল,—
কিন্তু যাবে কতদূর—নহে বহুদূর আর।
এখনি ফিরাব।
বাণে বাণে বিদ্ধ করি জর জর করিব তোমায়—
অজগর গর্জ্জন তুলিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াবে তুমি,
আর আমি—চরণ হইতে বক্ষে—বক্ষ হ'তে শিরে—
তীরে তীরে সাজাব তোমায়— [প্রস্থান

(রাবণের প্রবেশ)

রাবণ। আবার বাজিল রণ—
ঐ ঐ মূর্চ্ছা গেল—মূর্চ্ছা গেল—
নল নীল পড়িল অঙ্গদ—
পলায় সুগ্রীব—আহত মারুত,
রণে ভঙ্গ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে লক্ষ্মণ।
একা রাম—সম্মুখে তরণী—হাসে খল্ খল্।
ওরে প্রাণাধিক—
লঙ্কা হ'তে সুদূর অযোধ্যা—গড়িব নূতন রাজ্য—
তুই তার রাজা—নহে মেঘনাদ। [প্রস্থান

(বিভীষণ ও অন্যদিক হইতে লক্ষ্মণ, মারুতি, অঙ্গদ ও সুগ্রীবের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। রক্ষা কর—রক্ষা কর মিত্র বিভীষণ,
বালকের হস্ত হ'তে
রক্ষা কর প্রাণ মান রাঘবের—

(নিশ্চলভাবে বিভীষণের অবস্থান)

সুগ্রীব। বিভীষণ! বন্ধু!—

বিভীষণ। কে? সুগ্রীব,—অঙ্গদ—
বীর শূন্য লঙ্কার এক বালকের হাতে
পরাজিত— এসেছ পলায়ে?

অঙ্গদ। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—
বল—বল—কে এ বালক?
বলে দাও বধের উপায়!

বিভীষণ। দেব, দেব—বলে দেব বধের উপায়—
তা ছাড়া উপায় কিবা?
বহুমূল্যে কিনেছি ঘর-শত্রু নাম,
বিনামূল্যে বিকাইয়া দেব!

লক্ষ্মণ। বিভীষণ—মিত্র বিভীষণ!

বিভীষণ। যুদ্ধ দেখ, যুদ্ধ দেখ শ্রীরামের—
আর ভয় নাই—
দেখ, বিভীষণ রুদ্র বাণ শ্রীরামের হাতে!
বুঝি শেষ—বুঝি শেষ—কোথায় তরণী—

লক্ষ্মণ। কোথা শেষ—ঐ ত' তরণী—
ছাড়িল চিকুণ বাণ—
স্বর্গালোকে ভাসিল ধরণী।

বিভীষণ। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ!
ছুটে চল, রক্ষা কর রামচন্দ্রে—
পরাজিত, পলায়িত বালকের রণে—

(রক্তাক্ত কলেবরে রামচন্দ্রের প্রবেশ)

রাম। বিভীষণ! মিত্র বিভীষণ—

বিভীষণ। প্রভু! প্রভু! একি হয়েছে প্রভু!
এ যে রক্তে রাঙ্গা হয়ে গেছে দেহ!
রাম। রক্ত নয়—রক্ত নয়—মিত্র বিভীষণ!
রক্ত চন্দনের ধারা
সারা দেহ লিপ্ত করে দেছে
প্রিয় ভক্ত বুঝি মোর!
সখা, সখা,
অস্ত্রে অস্ত্রে যোঝে না বালক—
হাসি দিয়ে যোঝে;
আমি হানি শর—
জর্জ্জর আমারে করে আঁখির প্রহারে!
আমি বিঁধি বক্ষ তার—
সে বিঁধে চরণ।
ক্লান্ত কণ্ঠে কর্কশ চীৎকারে,
আমি কহি তারে—দুরাত্ম-দুর্জ্জন—
বীণা-বিনিন্দিত স্বরে সে ডাকে আমারে—
কোথা রাম রঘুমণি কমললোচন!
সখা! অনুরোধ—শেষবার জিজ্ঞাসি তোমারে
বল,—বল—কে এ বালক—
ঐ ঐ আসে—রক্ষা কর বিভীষণ
নিবার বালকে—পরাজিত আমি—

(তরণীর প্রবেশ)

তরণী। কে রক্ষিবে? ঘর শত্রু রক্ষিবে তোমায়!
হাসি পায়; এও আশা কর!

ঘৃণা হয়—ঘৃণা হয়—
ধর্ম্ম যার নাই—
কর্ম্ম যার আত্মীয় সংহার—
অঞ্চল ধরেছ তার—এত হীন তুমি !
অথচ প্রচার, দেশে দেশে মুখে মুখে
তুমি নাকি নারায়ণ—
আসিয়াছ করিবারে ভূভার হরণ !
তব অঙ্গ স্পর্শে অসাধুও হয় নাকি সাধু,
জলে ভাসে শিলা !
তবে, ঘর শক্র এখনও ঘর শক্র কেন ?
নামে তার নরকের কেন কলরব ?
কেন বিশ্ব করিতেছে নাসিকা কুঞ্চন ?
তথাপিও নারায়ণ যদি—
আমি বলি—সৃষ্টি ছাড়া তুমি
লজ্জা ছাড়া তুমি নারায়ণ।
দেহি রণ, দেহি রণ।

রাম। উপেক্ষা করেছি বুঝি বালক বলিয়া
তাই বুঝি বেড়েছে সাহস ?
চরণের ধূলা তুমি—উঠেছ মাথায়—
আরে রে দুর্ব্বৃত্ত !

তরণী। নিবৃত্ত—নিবৃত্ত হও—
ও বাণের হবে না সাহস।
নহি আমি জীর্ণ হরধনু—
তাড়কা নহিক আমি—খর বা দূষণ

মৃগ চর্ম্মে ঢাকা নহি মারীচ রাক্ষস !
বজ্রদংষ্ট্র, মকরাক্ষ নহি অতিকায়—
অকালের কুম্ভকর্ণ নহি—
অহি আমি—কালকূট আমার ফণায়,
ঘনায় তোমার মৃত্যু— (উপর্য্যুপরি বাণ নিক্ষেপ)

বিভীষণ । (স্বগত) আর নয়—আর নয়—পারিনা দেখিতে আর—
মুদ আঁখি—যেখানেতে যত পিতা আছ—
বিভীষণ হইবে ভীষণ—
(প্রকাশ্যে) প্রভু, প্রভু, কেন ভোল ব্রহ্মবাণ ?
এই নাও—এই নাও বাণ—মৃত্যুবাণ তার—
সংহার—সংহার—
(শ্রীরামের তূণ হইতে বাণ লইয়া শ্রীরামের হস্তে দিল)

রাম । সৃষ্টি লোপ করা এযে ব্রহ্মবাণ !
অকালে বালক বক্ষে হানিব কেমনে ?

তরণী । নতুবা উপায় কিবা কোথা পরিত্রাণ—
অব্যর্থ হে আমার সন্ধান ! (বাণ নিক্ষেপ)

বিভীষণ । আর দেরী নয়—হান ব্রহ্মবাণ—

(শ্রীরাম ব্রহ্মবাণ যুড়িলেন—তরণী স্ফীত বক্ষে রামের সম্মুখে দাঁড়াইল)

তরণী । এস বাণ, আমারে অমর কর—
কর পিতৃদানে ভাগ্যবান !
(শ্রীরামের বাণ নিক্ষেপ—তরণীর পতন)

নারায়ণম্ জগন্নাথম্—
জানকী হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধনম্
রঘুনন্দনম্—

বিভীষণ। (অস্ফুট আর্তনাদে) তরণি—তরণি—(বিভীষণ মূর্চ্ছিত হইল)

রাবণ। (নেপথ্যে) সম্বর সম্বর বাণ—

মের না—মের না—বিভীষণ পুত্র যে তরণী।

(রাবণের প্রবেশ)

কি করিলে—কি করিলে—

মিত্র পুত্রে মারিলে ঘাতক!

হাঃ—হাঃ—

পড়েনি তরণী আজ—প'ড়েছে রাবণ—

(রাবণ তরণীর বক্ষে পড়িল)

মারুতি। প্রভু! এযে নিজে দশানন!

রাম। বিভীষণ পুত্র এ বালক!

মারুতি। অবশেষে পুত্রহীন করিলে কি বিভীষণে!

তরণী। শ্রীরাম—শ্রীরাম—শ্রীরাম—

রাবণ। ওরে—ওরে—তবে কি আছিস বেঁচে!

কুমার আমার—

ছিন্ন কণ্ঠ, নিস্পন্দ, শীতল—কোথা প্রাণ!

তবে—তবে—কে ডাকে—শ্রীরাম—

তরণীর কণ্ঠস্বরে কে ক'রে রাম নাম!

(রামের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিল)

রাম। বারে বারে এত ক'রে ক'রেছি জিজ্ঞাসা

বলিলে না একবার!

নিজ হাতে মৃত্যুবাণ তুলে দিলে মোরে

ডুবালে নরকে।

কি বলিব তোমা—রাক্ষস না দেবতা!

কে আমি—কে আমি—
সমস্ত জীবন ভ'রি কাঁদায়ে চ'লেছি
পিতা মাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন—
কে আমি—কে আমি—
বলিতে কি পার মহারাজা দশানন,
অভিশপ্ত কে আমি ভূতলে ?

রাবণ। তুমি নারায়ণ—তুমি নারায়ণ—

রাম। কল্পিত করিলে মোরে—আমি নারায়ণ—

রাবণ। না হবে যদ্যপি—
পুত্র শোকে গ'লে যাই আমি—
আর কোথা হ'তে এই শক্তি পায় বিভীষণ—
নিজ হস্তে নিজ পুত্রে করে সে নিধন!
এতদিন ছিলে তুমি সামান্য বানর—
আজ সত্য—তুমি নারায়ণ।

বিভীষণ। কে বলে—কে বলে—নারায়ণ ?

রাবণ। তোর রামে—"নারায়ণ"—বলিছে রাবণ।
আমরণ বহিবে স্মরণ—
প্রত্যাহার করিবে না আর,
বলিবে না আর, ধর্মদ্রোহী ঘর-শত্রু বিভীষণ
রাজ্য লোভে এসেছিল ছুটে
শত্রু পদ করিতে সেবন!
নিজ অস্ত্রে নিজ পুত্র-বলি—
শত রাজ্য পদতলে দলি
ধর্ম্মেরে করিলি সংজ্ঞাহীন।

তবু তবু বলি—বুক ফেটে যায়—
কি করিলি বিভীষণ !
লঙ্কার সুবর্ণ চূড়া নিজ হস্তে ক'রে দিলি ধূলিসাৎ !
বীরের অর্চ্চনা দিয়া—
বন্দী ক'রে লয়ে যেতে যে পারিত নারায়ণে,
বিনাশিলি—সেই কীর্ত্তিমানে !
দেখ্ বিভীষণ—অধোমুখে তোর নারায়ণ,
সজল নয়ন,
স্পর্শিতে অক্ষম—রক্ত মাখা তোর পূজা ডালি—
স্পর্দ্ধা তোর—নারায়ণে কাঁদাইলি !

বিভীষণ। বলিয়াছ—নারায়ণ।
তবে এইবার ফিরে দাও সীতা।

রাবণ এতদিন যদি বা দিতুম—আর নাহি দিব।
দিব কাকে—কোথা সীতা আর !
সে লক্ষ্মী আমার !
কভু ভয়ে, কভু বা নির্ভয়ে—সন্দেহে সংশয়ে কভু
চলিয়া এ দীর্ঘ পথ—
উপনীত আজ আমি বৈকুণ্ঠের দ্বারে ;
আমারে ফিরিতে বল !
"ভজ মোরে"—"ভালবাস" বলিয়াছি এতদিন—
আজি হতে "মা" বলে ডাকিব,
সরমার মত রব অশোক কাননে।

বিভীষণ। আবার বাধাবে যুদ্ধ—বহাবে শোণিত,
তরণীরে ভুলিতে না দিবে ?

রাবণ। ভুলিব তাহারে।
থাকিব সেথায়—
যেথা আর ফিরিবে না তরণী আমার।
যাও নারায়ণ, সম্পূর্ণ প্রস্তুত হও।
ভয়াবহ যুদ্ধ হবে—
লক্ষ্মী পাশে নারায়ণে বাঁধিয়া লইয়া যেতে
পারিব না আমি—মরিব নিশ্চয়।
কিন্তু যুদ্ধ হবে অতীব ভীষণ—
এইটকু শক্তি আর রাখিতে না হবে
আত্মরক্ষা হবে মোর।
পূর্ণব্রহ্ম যদি—তুমি নারায়ণ,
পূর্ণ শক্তি আমিও রাবণ—
ভেটি আমি সমরে তোমায়,
আমারে উদ্ধার কর—
লঙ্কা ছাড়া—সীতা ছাড়া—করিবার আগে।

রাম। লঙ্কায় না যাই আমি ফিরে—
যে যুদ্ধ ক'রেছি আজ—মিটে গেছে সাধ তায়।
আমরণ কেন—আপ্রলয় থাক তুমি লঙ্কা।
বন্ধু ভাবে দাও হে বিদায়—
আমি যাই ফিরে—

(সরমার প্রবেশ)

সরমা। কে যায় ফিরে—কই যায় ফিরে—কই গেল ফিরে
কেউ ত ফিরে না আজ।
কোন পক্ষে হয়নি কি জয়।

প্রতিদিন এমনি সময়—
ঘুরে ফিরে উঠে রাম-জয় নাদ
বাদ কেন আজ !
ওঃ—রাক্ষসের জয় বুঝি এল ফিরে আজিকে প্রথম !
তবে সেনাপতি—কই এল ফিরে—?
ওগো—ওগো—কে তোমরা—চুপ ক'রে কেন ?
ফিরে চাও—বল গো আমায়—
পরাজয় কার—জয় এল কার ফিবে ?
বল—বল—তরণী বেড়ায় কোথা ফিরে ?
কেহ নাহি কথা কয়—কেহ নাহি চায় ফিরে—
তবে কি ডুবেছে সে—
ওপারের আলো মোর—ফিরে কিগো গেছে ওই পারে—

(সহসা তরণীর মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া)

ওরে—ওরে—তরণি আমার—

(তরণীর বক্ষে আছড়াইয়া পড়িল—পরে উঠিয়া)

না—না—কাঁদিব না আমি, কাঁদিব না—
কাঁদিতে নিষেধ ও যে ক'রে গেছে মোরে—
কি করিব, কি করিব তবে—?
উথলিয়া উঠে অশ্রু ডুবাতে আমারে চায়—
কি করিব—কি করিব আমি—

রাম। দেবি ! আমি রাম অভাগা জগতে,
পুত্রহীনা আমি আজ করেছি তোমায়।
দশানন ! রাজা দশানন !
বধ কর—বধ কর মোরে—

সরমা। না—না—কেন ব্যথা, কেন অভিমান ?
কাঁদিনি ত আমি—
দেখ ভাল করে, এ অশ্রু—সে অশ্রু নয়,
উদ্গত এ ধারায় ধারায়—
গোমুখী নিঃসৃত পূতঃ গঙ্গা বারি মত
ধুয়ে দিতে চরণ তোমার। (রামচন্দ্রের পদতলে পতন)

রাম লঙ্কেশ্বর—নাহি চাই সীতা,
মানি পরাজয়, যাই আমি ফিরে—

রাবণ। বীর মাতা, বীর জায়া, কাঁদিও না দেবি!
পুণ্য-কার্য্যে বিধাতার দান,
পুত্র তব অমরত্ব পেয়েছে সম্মান।
এস দেবী ঘরে—
অধর্ম্ম মথিত ক্ষুব্ধ লঙ্কার আকাশে
তুমি ছিলে মাগো—পুণ্যের কনক রেখা—
দেখা দিতে মাঝে মাঝে
উষার কনক জ্যোতি লয়ে,
অশোকের বন হ'তে পালাত' রাবণ।
স্বর্ণীরে দিলি মা বিদায়,
কাঁপিল না ও দেহ বল্লরী,
পড়িল না দীর্ঘশ্বাস—
চুপে চুপে পাছে পাছে তোর
ছুটে গেনু অশোক কাননে—
হেরিলাম সে কি দৃশ্য!
নির্ব্বিকার তুমি—সেবিতেছ সীতার চরণ।

মুহূর্ত্তেকে হারাম্ন সম্বিৎ,
চেতনা আসিল যবে—উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম—
পশিলাম রণস্থলে—ফিরাইয়া দিতে তরণীরে—
হ'লোনা জননী!
কিন্তু ভুলে কি গিয়েছ মাতা,
অন্ধকারে ডুবে গেছে অশোক কানন
কাঁদে সীতা তোমার বিহনে। (সরমার চমক ভাঙ্গিল)
আয় মাগো, আয় ফিরে ঘরে,
জলেনি সন্ধ্যার দীপ তুলসীর মূলে,
শোভেনি সিন্দুর মাগো লক্ষ্মীর কপালে।
আয় মাতা, আয় ফিরে ঘরে—।

(সরমা রামচন্দ্রকে প্রণাম করিল, পরে বিভীষণকে এবং পরে রাবণকে প্রণাম করিল)

সরমা। চল প্রভু!

রাবণ। চল মাতা!
আসি তবে নারায়ণ—
দেখা হবে আবার প্রভাতে
শক্তিশেল হাতে— [সরমাকে লইয়া প্রস্থান

রাম। বিভীষণ—বিভীষণ—

(বিভীষণকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন)

যবনিকা